ভদ্রবাড়ির ভাঙা জানালা

ভদ্রবাড়ির ভাঙা জানালা

আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই

ভদ্রবাড়ির ভাঙা জানালা
আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
কৃতজ্ঞতা: লুৎফর রহমান খান ইউসুফজাই
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০০/-(তিনশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৮০৬-৪-৩

ISBN: 978-984-99806-4-3
Vadrabarir Vanga Janala by Azmir Rahman Khan Eusufzai, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 300/- (Three Hundred Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উৎসর্গ

মশিউর রহমান খান ইউসুফজাই
ও তাঁর সহধর্মিণী
সুলতানা ইয়াসমিন খান ইউসুফজাই।

অভিমত

আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সফল বিচরণ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ গোধূলি’ পাঠকমহলে সমাদৃত হওয়ায় অমর একুশে বইমেলা-২০২৫ উপলক্ষে চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হলো। লেখকের প্রতিটি পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠক আমি। আমি গর্বিত, আনন্দিত, ‘আত্মত্যাগ’, ‘ভদ্রবাড়ির ভাঙ্গা জানালা’, ‘প্রেমের মৃত্যু নাই’, ‘ছন্নছাড়া’ উপন্যাসগুলো ছায়ানীড় প্রকাশ করতে যাচ্ছে। তাঁর প্রতিটি উপন্যাস নাট্যরূপ পাবে, বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনি হিসেবে জনপ্রিয়তা পাবে। প্রাঞ্জল ভাষায় সামাজিক কাহিনি অসাধারণ উপস্থাপনায় এ নান্দনিক উপন্যাস পাঠক প্রিয়তা পাবে। সেই শুভ প্রত্যাশা রইলো।

সৈয়দ গোলাম নওজব চৌধুরী পাওয়ার
সংগঠক ও সমাজসেবক

চাকরির সুবাদে এই মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সাটুরিয়াতে আসতে হয়েছে। এখানে সরকারি বাসার অভাব, তাছাড়া আমি তো আরও সদ্য আসা একজন নতুন চাকরিজীবী, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। তাই পিয়নের মাধ্যমে এ ভদ্রবাড়ির ভাঙা জানালায় থাকা। কাউকে কাউকে আবার জিজ্ঞেস করেছি এই যে পুরাতন জমিদার বাড়িটিকে সকলে বলে ভদ্রবাড়ির ভাঙা জানালা কিন্তু কোথাও নেই ভাঙা দরজা জানালা। সবই তো ঠিকঠাক চকচকে সদ্য রঙের আবর্তে রাঙানো। তাছাড়া যে সব জায়গাতে হয়তো ভেঙেছিলো কিছুদিন পূর্বে তা সেই সব জায়গাতে প্লাস্টার চটিয়ে তুলে পুনরায় সিমেন্ট বালু দিয়ে প্রলেপ দিয়েছে। অবশ্য বুঝা সহসাই সম্ভব কিন্তু এতটা বুঝাও যায় না। তার কারণ সদ্য রঙ করেছে বলে। অবশ্য সব কিছু এখন নিখুঁত বা বর্তমানে মন্দ লাগছে না। পুরোবাড়িতে নতুনত্বের ছোঁয়ার প্রভাব পড়েছে। যে লোকদ্বয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম তারা এই ভদ্র বাড়ির ভাঙা জানালা নিয়ে অদ্ভুত ধরনের কথার মাধ্যমে আলোকপাত করলেন শুনে শরীরটা ঝাড়া দিয়ে শিউরে উঠলো। এখন তো দেখছি ভয়েরও কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাই শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে ভয়কে দূরে ঠেলে সাহসের মনোভাব নিয়ে বসলাম পাশের কক্ষেতে যদি অন্যান্য কর্মকর্তা থাকতে পারে তবে আমি কেন পারবো না। অবশ্যই সে সাহস আমার সঞ্চয় করে চলতে হবে

থাকতে হবে। চাকরির সুবাদে যতদিন অন্যত্র বদলি না হওয়া যায়। মনে করি ভয় পেলে ভয় এসে আমার মুণ্ডুতে চেপে ঘাড় মটকে খাবে। এতো যে ভাবছি তা সময়ের কাজ সময়েই দেখা যাবে। পুনরায় জানতে ইচ্ছে হলো কেন এই ভদ্রবাড়ির ভাঙা জানালার নামকরণ করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এই জনৈক মানুষটি বলতে পারবে এর রহস্য। কারণ অনেক প্রাচীন যুগের নুইয়ে পড়া লোক। লোকটাকে দেখে মনে হয় আনুমানিক ১০০ বৎসরের উপর বয়স হতে পারে। ভেঙে ভেঙে টেনে টেনে কথা বলেন। কপালের চামড়ায় অনেকটা ভাঁজ পড়েছে চুলের তো কথাই নেই। সব দাড়ি চুলে পাক ধরেছে। খুঁজতে গেলে একটাও কাঁচা চুল পাওয়া মুশকিল। জনৈক বৃদ্ধ লোকটিকে নানাভাবে কয়েকটি খোঁচার মাধ্যমে প্রশ্ন করেছিলাম উনি রাগান্বিতভাবে চেয়ে পুনরায় বেশ কিছু জ্ঞানের কথা বললেন। তাতে মনে হলো বিশ্বভূমণ্ডলের অনেক বার্তা উনার জানা। বলতে গেলে সব বিষয়ের স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিজ্ঞ একজন মানুষ। আসলে প্রাচীন যুগের অনেক মানুষ যারা কোনভাবে শরীর নিয়ে বেঁচে আছেন তারা প্রত্যেকেই এককভাবে অভিজ্ঞ। তারা বৃদ্ধ হয়েছে বলে তাদেরকে অবহেলা করে দূরে সরিয়ে অবজ্ঞার চোখে ফেলে রাখবেন না। তাদের কাছে যান পুরাতন দিনের কথা শুনুন, শিখুন অনেক জানার আছে তাদের কাছে। আমরা এতো কিছু সৃষ্টি হওয়ার পরেও বৃদ্ধ বয়সী মানুষগুলোর অভিজ্ঞতার কাছে শিশু। আমাদের লেখাপড়া একদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনাদের লেখাপড়া অভিনব ছিলো বহুমুখি। তাদের মধ্যে ছিলো মাটির কাজ, কৃষি কাজ, হাল চাষ, জমি পরিচর্যা, কুটিরশিল্প শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসাকে একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা; সামাজিকভাবে উন্নয়নের কাজ, বিয়ে সাদি ইত্যাদি। যা বলছিলাম এই অদ্ভুত নামের কাহিনি। বৃদ্ধ জনৈক লোক আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন আপনি যে বাড়ি বর্তমানে থাকছেন তার অন্তর্নিহিত কাহিনি। এই এলাকাতে রাজা ভদ্রাবর্মণ নামে একজন রাজা ছিলেন, এই ধরুন সিরাজ-উদ-দৌলার আগে আলীবর্দী খানের শেষ ভাগে। জানেন কি করে রাজা উপাধী অর্জন করে। অবশ্য কারো মাধ্যমে জানতে পারিনি তবে রাজা এই সমুদয় চাকলার একমাত্র মালিক। পরে অবশ্য কালের বিবর্তনে ক্রয় বিক্রয়, কিছু মানুষের আবহমান প্রজাদের বিনাখরিদে দখল হয়। তাছাড়া এই রাজা ভদ্রাবর্মণ খুবই চৌকষ, ঘোড়া, অস্ত্র চালনার পারদর্শী ছিলেন। প্রজাদের হতে

খাজনাপাতি জোর দবরদস্তি করে জমিদখল এনে খাজনা না দিলে প্রজাদের ছেলের বৌ, প্রজাদের সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে বাইজী মহলে ফুর্তি করতেন। এমন কি অনেক বৌ, মেয়েদের ভোগ করে নদীতে ভাসিয়ে দিতেন। এর সাথে হিন্দু মুসলমান অনেক স্বার্থান্বেষী প্রজা ছিলো তারা একত্রে মিলেমিশে রাজাকে সহযোগিতা করতো বিনিময়ে উপঢৌকন স্বরূপ আদায় করে নিতেন জমি। আবার যে সকল প্রজাদের ভিটা জমি ছাড়া করতেন তা তারা নিজের নামে জোর করে লিখে বা টিপসই করে ভোগ করতেন। এভাবে দিনের পর দিন অত্যাচার-অবিচারের মাত্রা বেড়ে গেলে প্রজা সকলে মিলে ভদ্রাবর্মণকে তার কক্ষ হতে তুলে এ গোপন জানালা ভেঙে নদীতে ডুবিয়ে মারে। শুনেছিলাম ভদ্রবর্মণের অনুরূপ ভদ্রাশ্বরের পুত্র যুবরাজ ভদ্রানিত্য নন্দন বাবা-মার এক ছেলে ও এক মেয়ে গীতা রানী চৌধুরী অত্যন্ত বিনয়ী প্রজানন্দিত প্রশংসা প্রাপ্তির দাবিদার ভাই ভদ্রানিত্যর বিপরীত। মাঝে মধ্যে প্রজাদের গোপনে দান দক্ষিণা করে। বোন গীতা রানী চৌধুরী প্রজাদের ছোট বড় সকলের কাছে গিয়ে বাবা রাজা ভদ্রাশ্বর এবং মা অলকা বালা চৌধুরীর অনুরোধে খোঁজ খবর নিয়ে মা-বাবার কাছে পৌঁছায়। গীতা কলকাতাতে গিয়ে ডাক্তারী পাস করে এই অজপাড়া গায়েতে আসায় যুবরাজ ভদ্রনিত্য নন্দন চৌধুরী পছন্দ করে না। তাছাড়া গীতা এই অঞ্চলে থাকলে ভদ্রানিত্য পাপাচার করতে পারে না। প্রজাদের বৌ মেয়ে তাদেরকে নরপিশাচের হাত হতে ছাড়িয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে বলে মুখের গ্রাস না পেয়ে পাগলের মতো হয়ে পড়ে ঠিক দাদা সাথে নানাভাবে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তবে কতদিন গীতা তার বড় ভাইয়ের রোষানল হতে প্রজাদের রক্ষা করে যেতে পারবে তারও তো একদিন বিয়ে হয়ে যাবে। তাই একদিন গীতা তার মা-বাবার সাথে কথা বলে যে যদি দাদা রাজাকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া যায় তবে হয়তো প্রজাদের মেয়ে সন্তানরা রক্ষা পাবে। গীতা রানীর কাছে রাজা ভদ্রাশ্বর জানতে চায় 'তুমি তো কলকাতাতে লেখাপড়া করেছো তোমার জানা শোনার মধ্যে তেমন মেয়ে আছে।' আছে মহাপল্লবী চৌধুরী আমাদের মার কুলের আত্মীয় শেখর চন্দ্র চৌধুরীর মেয়ে। মা অলকা বলে, 'শেখরদার মেয়ে'! পরক্ষণে বলে, 'ওদের সাথে তোমার পরিচয় হয়েছে কেমন করে কোথায়, ওদের বাড়ি রাজশাহী নিঝুমপুর। এই আমাদের এলাকার পাশের বাড়ির চৌধুরী বাড়ি। আমাদের বাড়ি হতে ওদের বাড়ি

যেতে পদ্মা নদী পার হয়ে যেতে হতো। ঐ কোনবার আমাদের বাড়ি শেখর দা-দের আসা হতো পানিতে তদ্রূপ ওদের বাড়িতে একই কারণে যাওয়া হতো।' মায়ের কথা শেষ হতে না হতে গীতা বাবার কথার উত্তরে বললেন, আমার সাথে পরিচয় ওদের পরিবারের কাকা পিসি আর অনেকেই থাকে কলকাতাতে। বর্তমানে মহাপল্লবী কলেজের কারণেও বাড়ি রয়েছে। প্রায় প্রায় আমার যাওয়া হতো ওদের কলকাতার বাড়িতে। মহাপল্লবীর দাদা রাজা শেখর চৌধুরী আমার সাথে একত্রে ডাক্তারি পাস করেছে এবং ভালো ছাত্র, সেই সুবাদে মহাপল্লবীর সাথে আলাপ এবং কোন না কোন কারণে বান্ধবী হয়ে যায়। মহাপল্লবী রাজ শেখরের দুবছরের ছোট, অসম্ভব মেধা, অর্থনীতিতে অনার্স। যদি মার তরফ হতে ভদ্রানিত্য নন্দন অর্থাৎ বড় দাদার জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয় তবে হয়তো রাজা বংশধর হিসাবে মার পরিচয়ে বিয়ের কাজটা সম্পন্ন হতে পারে। তা ছাড়া পল্লবীর দাদা রাজ শেখর তো আছে। প্রকৃতপক্ষে আমার দাদা দেখতে তো আর খারাপ নয়। শুধু প্রচণ্ড রাগ আর দাদার মত চরিত্রের দোষ হয়তো রয়েছে। বিয়ের পরে কেটেও যেতে পারে।' বাবা মা উভয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা রাজা ভদ্রাশ্বর বলে, 'দেখ চেষ্টা করে। হয়তো তোমার কথাই ঠিক হতে পারে। আমার ভয় হয় ভদ্রানিত্যের জীবন ওর দাদু মানে আমার বাবার মতো না হয়। সব সময় দুশ্চিন্তাতে থাকি যে কখন প্রজারা ওকে শেষ করে দেয়।' মা বলেন, তবে আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের পক্ষ থেকে ভালো করতে গিয়ে যেন হিতে বিপরীত না ঘটে যা বলছিলাম মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা না দেখতে হয়। তাহলে আমাদের একূল যাবে আবার আমার এবং আমার বাবার কুলের নাক না কাটা পড়ে। ভদ্রাশ্বর বলেন, 'হ্যাঁ তোমার মা যথার্থ বলেছেন সবকুল ভেবে চিন্তে পথ অগ্রসর হতে হবে। তবে এর আগে ভদ্রানিত্য নন্দনের সাথে আমাদের কথা বলতে হবে।' গীতা বলে, 'ঠিক আছে আমরা দাদাকে নিয়ে এর মধ্যে একদিন বসি। আমার তো কলকাতাতে ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে এলো। ঠিক আছে তোমরা বিশ্রাম নাও। আমি আমার কক্ষে যাচ্ছি।' গীতা বাবা মা হতে বিদায় নিয়ে তার নিজের কক্ষে ফিরে আসে। এসে নিজেই মনে মনে পরিকল্পনা করে বের করে কি করে, কেমন করে বাস্তবায়ন করা যায় সবকুল ঠিক রেখে। তাই ভেবে ভেবে ছক কষছিলো এবং পেয়েও গেলো মুহূর্তের মধ্যে। চিন্তা করে বাহির

হলো আগে দাদাকে মানে ভদ্রানিত্য নন্দনকে রাজী করানো তারপর প্রস্তাব নিয়ে কলকাতাতে মহাপল্লবীর কাকা পিসির বাড়ি যাওয়া যাবে। এখানে না বললেই নয়। যদিও বা মহাপল্লবীর সাথে যুবরাজ ভদ্রানিত্য নন্দনের বিয়ে হয় তবে কলকাতা ব্যতিত গত্যন্তর নাই। কারণ মানিকগঞ্জ হতে কোনোক্রমে রাজশাহী শেখর চন্দ্র চৌধুরীর সাক্ষাত বা সেখানে পদ্মা নদী দিয়ে স্টিমার বা লঞ্চে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার মা মানে অলকা রানী চৌধুরী মানিকগঞ্জে বিবাহ হয়ে আসার পর তার বাবার বাড়ি মাত্র ২/৩ বার গিয়েছে এর বেশি যাওয়া হয় নাই। তবে কলকাতাতে গিয়ে বাপ মা ভাই বোনদের সাথে বহুবার দেখা সাক্ষাৎ ও এক সাথে থাকা হয়েছে। সেজন্য মহাপল্লবী বা গীতা রানী চৌধুরীদের বিয়ে কলকাতাতে স্থির হবে যদি হয় তবেই সম্পন্ন হবে সমুদয় কার্যাদী সাটুরিয়াতে। এই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়ে আগাতে হবে। তাই ভদ্রানিত্য নন্দনকে রেখে প্রথম গোপনে বাবা ভদ্রাশ্বর, মা অলকা রানী চৌধুরী এবং গীতা রানী চৌধুরী মানিকগঞ্জ ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। হঠাৎ মা বাবা বোনের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কি কারণ বা কেন কলকাতাতে যাওয়া যুবরাজ ভদ্রানিত্য নন্দন মেনে নিতে পারে না। ওদের অনুপস্থিতিতে বেপরোয়া হয়, পূর্বের ন্যায় বেশি বেশি প্রজাদের উপর অত্যাচার অবিচার শুরু করে যাকে বলে সে এক ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠে। এই ভদ্রানিত্যর সাথে নায়েব মন্ত্রী আরও কজন যোগ দিয়ে ভদ্রানিত্যের তালে তাল মিলিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলো যে তাসের রাজত্ব। যেখানে যাকে পাচ্ছে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক যা মনে চায় যা ইচ্ছে তাই করে চলছে। এই সকল ঘটনা রাজা ভদ্রাশ্বর, মা এবং গিতার কান পর্যন্ত পৌঁছায়। তাই কাল বিলম্ব না করে রাজা ভদ্রাশ্বর তার বন্ধুর কাছে রাজ্য বাঁচাতে সাহায্য প্রার্থনা করলে নাদির শাহ রাজি হয়। ভদ্রাশ্বরের পত্রে ‘বন্ধু আমি তোমার আপদ বিপদে সাহায্য করেছি তুমি আমাকে করেছো। কাজেই আমার প্রজাদের শান্তি সুরক্ষা তাদের সুখের জন্য আমার ছেলে ভদ্রানিত্যসহ নায়েব মন্ত্রী উজিরকে কিছু দিনের জন্য আমি কলকাতা হতে না আসা অবধি বন্দী করে রাখবে আশা করি। সাক্ষাতে বন্ধু আলাপ হবে। আর হ্যাঁ আমি যে তোমাকে আমার প্রস্তাব দিয়েছি তা যেন গোপন থাকে।’ নাদির শাহ তার বিশ্বস্ত যোদ্ধাদের নিয়ে গোপনে ছক কষে কীভাবে বাস্তবায়ন হবে আলাপ হয়ে গেলো। ভদ্রানিত্য বাইজিখানাতে রাতভর ফুর্তি করে ঘুমিয়েছে

নিজের কক্ষে এসে। নায়েব, মন্ত্রী উজির রয়ে গেলো বাইজি মহলে এবং তার সাথে থাকা ঠিক তখন নিখুঁতভাবে নিরবে ভদ্রানিত্যের মহল চারদিক ঘিরে নিয়ে শব্দহীন পায়ে পাহারারত প্রহরীদের এক এক করে কৌশলে মুখ চেপে ধরে অজ্ঞান করে করে একটি বদ্ধ কক্ষে বন্দী করে রাখে। এই রণ কৌশলে দুই বন্ধুর মধ্যে রাজা ভদ্রাশ্বর আর নাদির শাহ এরা দুজনে বড় বড় যে যুদ্ধ করে যার যার রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করেছে। কত রাজা বাদশাদের ঘায়েল করে ঐ সকল ধন সম্পত্তি জায়গা জমি দুই বন্ধু ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ভদ্রাশ্বর মানিকগঞ্জেও নেই তাই ভদ্রানিত্যকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় সেজন্য নাদির সাহেবের সাহায্য গ্রহণ করেছে। ভদ্রাশ্বর জানে যে তার এক চুল পরিমাণ সম্পদ নাদির শাহ দ্বারা ক্ষতি হবে না। এদের দুজনের মধ্যে প্রকল বিশ্বাস। সেমতে এতো বড় কঠিন সিদ্ধান্তের মধ্যে যে নিজের ছেলেকে গদিচ্যুত করার ব্যবস্থা নিয়েছে। এই পদক্ষেপ ব্যতিত প্রজাদের জানমাল ইজ্জত হত্যা মারামারি কাটাকাটি বন্ধ হবে না। কারণ ভদ্রানিত্য একজন উন্মাদ যার চোখে সুন্দরী নারী দেখলে হুঁশ থাকে না, তাকে যে কোন ছলেবলে কৌশলে তার বাইজিখানাতে এনে ভোগ করতে হবে। তার প্রতিদিন নিত্য নতুন নারী চাই চাই। যাইহোক নাদির শাহর সৈন্য সামন্ত ধীরে ধীরে আক্রমণ গতি বৃদ্ধি করে প্রথমে নায়েব, সেনাপতি, মন্ত্রী ও উজিরকে বন্দি করে সিপাহীদের সাথে রাখার ব্যবস্থা করে এবং পরক্ষণে যখন ভদ্রনিত্যের কক্ষমুখী আক্রমণের বা বন্দির কথা নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের কক্ষ হতে এক সিপাহী শুনতে পেরে ভদ্রানিত্যের কক্ষে দৌড়ে এসে বলে, ‘ছোট রাজা মশাই রাজা মশাই কে বা কারা আমাদের মহল আক্রমণ করেছে।’ ভদ্রানিত্য হুড়মুড় করে বিছানা হতে উঠে তরবারী হাতে তুলে নিয়ে। রাজামশাই আমাদের লোকজন মানে নায়েব সেনাপতি, উজির নাজির মন্ত্রী সবাই বন্দি হয়েছেন, কাজেই আমি আর আপনি আসুন পালাই। ভদ্রানিত্য বলল, ‘কি বলছিস আজম আমি ভদ্রানিত্য আমার রাজ্য ছেড়ে পালাবো না? না এ হতে পারে না।’

‘রাজামশাই এখন এসব চিন্তা মনের থেকে ঝেড়ে ফেলুন আগে জান বাঁচানো ফরজ। আপনি যে কাজ করেন তার উপযুক্ত শাস্তি এমনই হওয়া উচিত। কিন্তু আমি আপনার নুন খেয়েছি তাই আমার জান থাকতে

আপনার উপর কিছু হতে দেবো না। চলুন চলুন এখন আর অপেক্ষা করার সময় নেই।' 'তবে তাই চল, ভদ্রানিত্য আজমের পিছনে পিছনে গোপন রাস্তা দিয়ে গিয়ে দেখে জানালা দেওয়া। সেই জানালা যা দিয়ে প্রজারা ভদ্রাবর্মণকে টেনে হিঁচড়ে নদীতে নিয়ে মেরেছে। দাদুর মা ওই শুনে গলায় রশি দিয়েছিলো। আজম এক মুহূর্তে জানালা ভেঙে ফেলে। তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকার পথ দুই ধারে বনজঙ্গল দ্বারা আচ্ছাদিত তবু কোনভাবে ভদ্রানিত্যসহ সিপাই আজম পলায়ন করে। পরক্ষণে নাদির শাহ-এর লোকজন ভদ্রানিত্যর কক্ষ ঘিরে এগুতে থাকে। কক্ষের চারপাশ অন্ধকার কিন্তু ওরা খুঁজে কোথাও ভদ্রানিত্যকে পেলো না। সে যে কোন গোপন পথ অবলম্বন করে পালিয়েছে। (সকলে) কি করে জানতে পারলো নাদির শাহের এক সিপাহী যোদ্ধা বললো, 'কে আমাদের মধ্যে তথ্য পাচার করেছে? সিপাহী বীর কেউ করেনি তবে আমাদের মত একজন পোশাক পরিহিত নওজোয়ান প্রবেশ করতে দেখেছি। ভেবেছিলাম আমাদের কেউ হয়তো হতে পারে তবে যে এদের সিপাহী সে আমাদেরকে চোখে ধুলা দিয়ে গোপন পথ ধরে ভদ্রানিত্য নন্দনকে নিয়ে গেছে। তাই হয়তো হতে পারে চল কোথাও গোপন পথের সন্ধান খুঁজি কোন না কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারি। কালবিলম্ব না করে সেই গোপনে চলে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করতে হন্যে হয়ে খুঁজে মার কক্ষ। ভদ্রা নিত্য যে কক্ষে বিচরণ বা শয়ন কক্ষ তা হলো দুতলাতে ভদ্রানিত্যের পাশের একটা বাদ দিয়ে ভদ্রানিত্যের বাবা মার কক্ষ। সেনাপতি আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ফিরে এসে ভদ্রানিত্যের সকল সিপাহীকে ছেড়ে দিয়ে তাদের সাথে কথা বলে, 'তোমরা এ রাজ্য দেখে শুনে রাখবে যতদিন না রাজা ভদ্রাশ্বর কলকাতা হতে ফিরে আসে আর এখানকার সমস্ত সংবাদ নাদির শাহের রাজ্য সভাতে অথবা আমার নিকট পৌঁছাবে। এ রাজ্যের কোনো প্রকার ক্ষতি হলে তোমাদের ধরে ধরে এনে অপরাধী হিসাবে গর্দান কতল করা হবে তাই সাবধান। আর হ্যাঁ তোমাদের সেনা প্রধান উজির নাজির মন্ত্রী যাদেরকে বাইজী মহলে আটক রাখা হয়েছে তাদের কোমরে রশি বেঁধে কয়েদখানাতে রেখে আসবে। ঠিক আছে উপস্থিত সকল সিপাহী রাজা ভদ্রাশ্বরের রাজ্য কেন আক্রমণ করা হয়েছিলো। সকলেই না না। তবে শুধু রাজা ভদ্রাশ্বর কলকাতা হতে জানতে পেরেছে যে তোমাদের ছোট রাজা মশাই মানে ভদ্রানিত্য নন্দন প্রজাদের উপর এবং যুবতি নারীদের

প্রতি অত্যাচার অবিচার অন্যায়, নির্বিচারে গণ ধর্ষণ করতেন। তাকে ধরে গৃহবন্দী করার হুকুম থাকার জন্য পার্শ্ববর্তী রাজা নাদির শাহের সহায়তায় এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত সকলের কানাঘুষা শুরু হয় এবং ভদ্রনিত্যের সকল সিপাহীর মুখে জয় রাজা ভদ্রাশ্বরের জয়।' নাদির শাহের সেনাপতিসহ সিপাহীগণ তাদের রাজ্যে ফিরে যায় এবং সকাল হতে না হতে প্রজাদের মুখে মুখে ঘটনা ছড়াতে ছড়াতে সারা সাটুরিয়া রাজ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ বড় রাজা মশাইয়ের জন্য মানে রাজা ভদ্রাশ্বরের নামে যার যার ধর্মশালাতে মিষ্টি বাতাসা জিলাপী বিতরণ করে আবার কেউ কেউ বাঁচা গেছে বলে প্রার্থনা মোনাজাতের আয়োজন করে। এভাবে সাটুরিয়ার সারা অঞ্চলে একদিনের উৎসব পালিত হয়। এদিকে ভদ্রানিত্যনন্দন উত্তরে চলতে চলতে নাগার জমিদার নিশিকান্ত-এর ঘাটে নোঙ্গর করে। নাগার জমিদার নিশিকান্ত বিগত চার বৎসর পূর্বেই গত হয়েছে। এখন নিশিকান্তের পুত্র কমল কান্ত তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়ে জমিদারী পরিচালনা করে থাকে। কমল কান্তরও স্বভাব চরিত্র ভালো ছিলো না বলে বাবা নিশিকান্ত মৃত্যুর আগেও ছেলেকে বড় মার সহায়তায় পার্শ্ববর্তী এক বড় জোতদার মহাজনের মেয়ে সাগরিকার সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখে যান কিন্তু কমলাকান্তের স্বভাব চরিত্র আগের মতো না থাকলেও বর্তমানে কিছুটা হলেও আছে অর্থাৎ সুযোগ পেলে ভোগ বিলাস করতে ছাড়ে না। অবশ্য কমলাকান্তের স্ত্রী সাগরিকার এখনও গোচরীভূত হয় নাই। হলে সে যে রাগি তাতে কমলাকান্তের জীবন নাশ হতে পারে। তাই এখন যা করে গাঁয়ের বাহিরে গিয়ে, জমিদারী এলাকার মধ্যে নয়। কমলাকান্তের দুই আড়াই বছরের একটা ফুটফুটে ছেলে রয়েছে, নাম রজনীকান্ত। একটু আধটু হামাগুড়ি বা দাঁড়িয়ে বসে চলতে পারে।

এদিকে ভদ্রানিত্য নন্দন নিশিকান্তের ঘাটে নোঙর করে বজরায় বসে বন্ধু কমলাকান্তের নিকট সিপাহী আজম বাহাদুরকে দিয়ে খবর পাঠায় যে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার রাজ্য হতে তার বন্ধু ভদ্রানিত্য এসেছে। সিপাহী আজম বাহাদুর যথারীতি কমলাকান্তের কানে সংবাদ পৌঁছানোর জন্য চলে যায়। এখানে বলা দরকার যে দুই শয়তানের সাক্ষাত বা পরিচয় কি করে কেমন করে হয়। কমলাকান্ত আর ভদ্রানিত্য এরা দুজনেই দর্শনা হতে কলকাতাতে পড়ালেখার সুবাদে যাওয়ার জন্য একই ট্রেনে একই

কামরায় পৃথক পৃথক রিজার্ভ করা সিটে বসে যাচ্ছে। হঠাৎ বেশ কিছু দূর গিয়ে ট্রেন বন্ধ হলে দুজনেই নেমে হাঁটাহাঁটি করছিলো। এর মধ্যে কমলাকান্ত পকেট হতে সিগারেট বের করে দিয়াশলাই এর কাঠির খাপের সাথে ঘষে আগুন জ্বালে সিগারেটের মধ্যে সংযুক্ত করার মুহূর্তে ভদ্রানিত্য তার সিগারেটটি আগুনের সাথে সংযুক্ত করার জন্য কমলাকান্তের সাহায্য চাইলে তা এগিয়ে দিলে ভদ্রানিত্য সিগারেটে আগুন ধরিয়ে নিতে নিতে দুজনের মধ্যে পরিচয়। কার কোথায় বাড়ি ঘর কোথায় যাওয়া হবে এইসব বিস্তারিত আলাপচারিতা কথোপকথন হয়। এরপর হতে আস্তে আস্তে সম্পর্ক হয় এবং কলকাতাতে এসে ভদ্রানিত্যের দাদা রাজা ভদ্রাবর্মণ তৈরি করা রাজপ্রাসাদ কালি ঘাট চৌধুরী স্টেটে উঠেন। বর্তমানে ভদ্রানিত্যের বাবা ভদ্রাশ্বর, মা অলকা এবং ছোট বোন গীতা যেখানে উঠে থাকেন। অবশ্য যখন ভদ্রানিত্য কলকাতাতে পড়াশোনার জন্য গিয়েছিলো তখন রাজা ভদ্রাশ্বর নিজেই মানিকগঞ্জ সাটুরিয়াতে রাজ্য দেখাশোনার জন্য ছিলেন। যখন ভদ্রানিত্য নন্দন পড়ালেখা শেষ করে কলকাতা হতে ফিরে এলে মায়ের অনুরোধে তাছাড়া বাবা ভদ্রাশ্বরের অসুস্থতাজনিত কারণে রাজ্যের দায়িত্বভার ভদ্রানিত্যের হাতে অর্পণ করলে সেনাপতি, উজির, নাজির, মন্ত্রীগণ তাদের বাড়তি সুযোগ সুবিধা ভোগ দখল করে খাওয়ার জন্য ক্রমান্বয়ে ভদ্রানিত্যকে প্রজাদের সুন্দরী সুন্দরী অল্প বয়সের মেয়ে, বৌঝিদের ধরে এনে ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করতে করতে চরম পর্যায়ে নিয়ে ফেলে। মাঝে মধ্যে বাবা মা একমাত্র বোন গীতা থাকতে নিভৃত হতো। কিন্তু বাবা মা বোন গীতা বর্তমানে কলকাতাতে অবস্থান করায় প্রজাদের উপর এবং তাদের গৃহ বধূ, মেয়ের এবং খাজনা আদায়ের জন্য অতিমাত্রাতে অত্যাচার করায় ভদ্রাশ্বরের বন্ধু নাদির শাহের দ্বারা নিজের রাজ্য আক্রমণ করিয়ে ভদ্রানিত্যকে বন্দি করার চেষ্টা করা হলেও সে গোপন পথে পলায়ন করে। বর্তমানে বন্ধুর আশ্রয়ে নাগায় বজরাতে অবস্থান করে আজম বাহাদুরকে কমলাকান্তর নিকট কিছুদিন থাকার আবেদন পেশ করেছে। কমলাকান্ত বন্ধুর পেশকৃত আবেদন দূত আজমবাহাদুরের হতে পেয়ে দ্রুত আজম বাহাদুরের সাথে তার নিজস্ব গোলাম কুবাতকে পাঠিয়ে কমলাকান্তের নিজস্ব আলাদা অন্য একটি কুটিরে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ভদ্রানিত্যকে কমলাকান্ত নিজের কুটিরে এসে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর আতিথেয়তার জন্য নানা প্রকার খাবার, জল পাইক পিয়াদা দ্বারা এনে উপস্থিত করা হলো। পথিমধ্যে কমলাকান্তর স্ত্রী জানতে পেরেছে যে তার স্বামীর বন্ধু ভদ্রানিত্য অবিবাহিত। তাই কমলাকান্তের গৃহবধূ নিজেকে পর্দার মধ্যে রেখে প্রকাশ করলো না। তিনি পরপুরুষের মুখোমুখি হতে নারাজ। যদি প্রজা বা পাইক পিয়াদার সাথে মাঝে মধ্যে কথা বলতে হয় তবু সেই নাগাতে আসার পর কোন পুরুষ মানুষ কমলাকান্তের গৃহবধূ সাগরিকা মুখ দর্শন করতে পারে নাই। যে কারণে কমলাকান্তের বন্ধু ভদ্রানিত্য আসার পরেও সাক্ষাত গ্রহণ করে নাই। অবশ্য কমলাকান্ত একাধিকবার সাটুরিয়াতে এসে ভদ্রানিত্যের পরিবারের সাথে থেকেছে এবং উভয় পরিবারের মধ্যে বেশ জানাশোনা। ভদ্রানিত্য এবং কমলাকান্ত একই সাথে দীর্ঘদিন অনেকটা সময় পার করেছে দাদা রাজা ভদ্রাবর্মণের গৃহে কলকাতায়। তাই একজন আরেকজনের জন্য রাজমুকুট। তাই ভদ্রানিত্য নাগায় আসাতে কমলাকান্ত এতটাই আনন্দিত হয়েছে যে কোনো ভাষার মাধ্যমে বুঝানো যাবে না। কিন্তু কমলকান্তের স্ত্রী সাগরিকা তেমন যে খুশি মনে ভদ্রানিত্যকে গ্রহণ করেছে তা এ যাবত পরিলক্ষিত হয় নাই। যাই হোক কমলাকান্ত আর ভদ্রানিত্যর এতোদিনের জমানো কথা কে আগে শুরু করবে কে শেষ করবে। যার যার দিক দিয়ে কথোপকথনে ব্যস্ত মনে হলো দীর্ঘদিনের জমিয়ে থাকা ডিনামাইট বিস্ফোরণ হলো। সেকি আনন্দ! কথার ফাঁকে ফাঁকে ভদ্রানিত্য আহারাদী সম্পন্ন করে নেয় এবং আজম বাহাদুরকে অন্য কক্ষে থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয়। বজরাতে থাকা মাঝি-মাল্লাদের সমুদয় খাবারাদী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে এর মধ্যে। অতিথিদের কোনো প্রকার অমর্যাদাতে গ্রহণে করে নাই। সবাই কমলাকান্তের আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট। এভাবে কেটে গেলো ভদ্রানিত্যের নাগায় ৫/৬ দিন। মাঝে মধ্যে অপরাধমূলক অনুশোচনায় অস্থির হয়ে উঠে আবার পরক্ষণে নিজেকে সামলে সংযম হয়। এই ৫/৬ দিন বন্ধুর সাথে দেখা না হওয়ার কারণ কমলাকান্ত জমিদারীর কাজে বেশি ব্যতিব্যস্ত থাকাতে হয় আজ বন্ধুর সাক্ষাতের জন্য শরণাপন্ন হয় এবং কথা বার্তা শেষ করে নিজ গৃহে সাথে করে নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান ভদ্রানিত্য বন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কমলাকান্তের গৃহে এসে জলযোগ করে। আর লৌকিকতার খাতিরে বন্ধুর স্ত্রী সাগরিকা কক্ষের অপর প্রান্ত হতে বলে, 'দাদা বাবুর মনে হয় কষ্ট হচ্ছে। আমার

তদারকিতে যদি ভুল ত্রুটি থাকে তবে মার্জনার দৃষ্টিতে কৃপা করবেন।' ভদ্রানিত্য ভদ্রতার সহিত বন্ধুর স্ত্রীর কথার উত্তর দিলেন, 'না না কোনা প্রকার অসুবিধা হচ্ছে না বরং আপনাদের কষ্ট এবং অসুবিধার মধ্যে ফেলেছি।'

'না না দাদা আমি রজনীকান্তের বাবার নিকট হতে ইতোমধ্যে আপনার সম্পর্কে সব জেনে নিয়েছি। কুটিরে থাকতে যে কেনো সুবিধা অসুবিধা অন্দর মহলে খবর প্রেরণ করলে আপনার জন্য আমাদের তরফ হতে কোনো প্রকার ত্রুটি থাকবে না আশা করি। তাছাড়া আপনি আমাদের জমিদারীতে যতদিন থাকতে ভালো লাগে আপনি নিঃসন্দেহে কাটাতে পারবেন।' 'এতো কিছু ভাবতে হবে না বৌদি আপনাকে। কমলাকান্ত আমার সম্পর্কে সর্বজানে বিধায় আশা করি কোনা অসুবিধা হবে না।' নমস্কার জানিয়ে উভয়ের নিকট হতে বিদায় নিলো। বাহিরে আজম বাহাদুর দাঁড়িয়ে ছিলো মনিবের অপেক্ষাতে মনিবকে নিয়ে সম্ভাব্য সেই কুটিরে ফিরে এলো। যদিও নাগায় এসে ভদ্রানিত্য কিছুটা ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে চলছে সে আর আগের মতো খারাপ চরিত্রটাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে না। কারণ তার বন্ধু কমলাকান্ত বিয়ের পর আর আগের মতো নেই তারও চরিত্রের অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। তবে শয়তানের রূপ আবির্ভূত হতে কতক্ষণ। শয়তান মাথায় উঠে নাচানাচি শুরু করলে চরিত্রের পদস্খলন হতে পাারে। তবে মনে করি না হলেই মঙ্গল। এদিকে ভদ্রাশ্বরের অনুরোধে নাদিরশাহের লোকজন আশেপাশের বন তন্ন তন্ন করে খোঁজে জঙ্গলবাড়ি, জঙ্গলবাড়ির কাছে পাহাড়-পর্বতে ভদ্রনিত্যর কোনো অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেলো না। তাই নাদির শাহ তার পরম বন্ধুকে পত্রের মাধ্যমে অবগত করলেন। ভদ্রাশ্বর অলকা, মেয়ে গীতা এসেছিলো কলকাতা। রাজা ভদ্রাবর্মণ মানে দাদার তৈরি কালিঘাটে চৌধুরী স্টেটে অবস্থান করছেন যার জন্য সে আজ চরিত্রহীন অপবাদে অপরাধী হয়ে নিরুদ্দেশ পথে পাড়ি জমিয়েছে। তাই আর রাজশাহীর শেখর চন্দ্র চৌধুরী মেয়ে মহাপল্লবীর সাথে বিয়ের সম্বন্ধ স্থগিত হয়ে যায়। তবে শেখর চন্দ্র চৌধুরীকে ডেকে পাঠানো হয়, ভদ্রাশ্বরের কন্যা গীতা রানী চৌধুরীর সাথে শেখর চন্দ্র চৌধুরীর পুত্র রাজা শেখরের সাথে বিয়ের পাকাপাকি এবং সুসম্পন্ন করতে। যথারীতি রাজা শেখর বাবা শেখর চন্দ্র চৌধুরীকে নিয়ে কাকা হরেশ চন্দ্র চৌধুরীর

বাড়িতে হঠাৎ হাজির হওয়ায় ছোট ভাই ও বড় ভাই শেখরকে পেয়ে মহাখুশি। যাই হোক বিস্তারিত আলাপ হলো। শেখর ছোট ভাই হরেশ চন্দ্রকে জানালো, 'এক পরিবারে ছেলে মেয়ে দুজনের মধ্যে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার রাজা ভদ্রাশ্বর হতে প্রস্তাব এসেছিলো। কিন্তু আপাতত মহাপল্লবীর বিয়ে বাদ রেখেছি তবে রাজা শেখর চন্দ্র চৌধুরীর বিয়ে পাকাপাকি করার জন্য আমরা সকলে কালিঘাট চৌধুরী স্টেটে যাচ্ছি। সে মতে উনাদের সাথে আমার পত্রালাপ হয়েছে।' ঠিক আছে দাদা তুমি যা ভালো মনে করো তাই হবে। (কাকা রাজা শেখরকে প্রশ্ন করে) রাজা শেখর যদি তোমার সাথে ভদ্রাশ্বরের মেয়ে গীতার বিয়ের সম্বন্ধ হয় তবে তোমার তো আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ মেয়েটিকে তুমি চেনো জানো তোমার সাথে একত্রে পড়ালেখা করেছে। 'না কাকা আপত্তি থাকবে কেন মেয়েটি ভালো। বাবা হয়তো দেখে নাই তবে তুমি, পিসি মা, মহাপল্লবী ওরাতো দেখেছে গীতাকে নিয়ে তোমাদের তো আপত্তি থাকার কথা নয়।' না সে কথা নয় যাক তোমরা সংসার করবে তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হলেই ভালো কি বল দাদা, শেখর চন্দ্র চৌধুরী আমারও একই কথা। রাজা শেখরকে শেখর চন্দ্র চৌধুরী ভদ্রাশ্বরকে তাদের আসার বিষয়াদি জানাতে এবং আগামীকাল যাচ্ছে গীতাকে দেখার জন্য তাও জানানো হয় যেন। বলে শেখর চন্দ্র বিশ্রামের জন্য ভিতর কক্ষে চলে যায়। সাথে সাথে কাকা হরেশ চন্দ্র চৌধুরী দাদার পিছনে পিছনে গেল। রাজা শেখর উদ্দেশ্যে আজকের বিষয়াদী জানাতে গিতাদের অবস্থান করা কালি ঘাটের বাড়িতে রওনা হয়ে গেল। বলা দরকার যে তৎসময় প্রায় রাজা বাদশা জমিদার চৌধুরীদের মাঝে মধ্যে কলকাতাতে আসতে হতো বলে তাদের ক্রয় করা বা তৈরি বাড়ি রাজ প্রাসাদ রয়েছে। তাছাড়া ওদের ছেলেমেয়ের পড়ালেখার করার সুবাদেও এই ব্যবস্থা করে রেখেছে। আসলে আগেকার দিনের রাজা বাদশা জমিদারদের কলকাতাতে ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া, বিয়ে দেওয়াটা ছিলো এক ধরনের বিলাসিতা কিংবা ঐতিহ্য। তবে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো শুরু হওয়ার পর ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দে ক্লাস চালু হয় এর আগে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগ ভারতগামী ছিলো। এখনও বাংলাদেশের ছেলেমেয়ে ভারতে যাচ্ছে এবং ভারতের ছেলেমেয়েরা বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে লেখাপড়া করে যাচ্ছে। শেখর চন্দ্র চৌধুরীর হাত চিঠি রাজা ভদ্রাশ্বরের

নিকট পৌঁছানোর জন্য রাজা শেখর গীতাদের কলকাতার কালিঘাটের বাড়িতে এলো এবং কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে বাবার পত্রখানা ভদ্রাশ্বরের হাতে তুলে দিতেই পত্রাখানা খুলে পড়ে নেয় এবং বাড়ির সকলকে ডেকে উপস্থিত হন। এর মধ্যে গীতা এলে ভদ্রাশ্বর রাজা শেখরকে অন্দর মহলে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। সেমতে গীতা রাজা শেখরকে ইশারা দিয়ে অন্দর মহলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানালো। এরা দু'জন অন্দর মহলে হাসতে হাসতে চলে যাওয়ার মুহূর্তে অলকা চৌধুরীর সাথে পথিমধ্যে রাজা শেখর আর গীতার দেখা হয় এবং অলকার মধ্যে টুকটাক কথা বিনিময় হয়। অলকা ভদ্রাশ্বরের কক্ষে প্রবেশ করলে পত্রখানা হাতে দিয়ে বলে পড়তে। প্রথমত পত্রখানা খুলে নিতে বিলম্ব করলেও পরে ভদ্রাশ্বরের নিকট হতে পত্রখানা নিয়ে পড়ে। 'এতো ভালো কথা তবে উনাদের আসতে বলো।' যেহেতু ভদ্রানিত্য নন্দের বিয়ে মহাপল্লবীর সাথে আপাতত হচ্ছে না। তাই গীতা ও রাজ শেখরের বিয়ে পাকাপাকি করে মানিকগঞ্জ সাটুরিয়াতে রাজপ্রাসাদে নিয়ে ধুমধাম করে বিয়ের অনুষ্ঠান করে ওদেরকে তুলে দেই কি বলো।' ভদ্রাশ্বর বলল, 'হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো তবে আগামীকাল শেখর চন্দ্র চৌধুরীকে আসার জন্য রাজা শেখর-এর নিকট জানিয়ে দেই এবং এখানে হতে সব পাকাপাকি করে তারপর উনারা সাটুরিয়াতে আসুন এবং দিনক্ষণ দেখে গীতাকে তুলে দিলেই হলো। আমার মনে হয় এতে উনাদের আপত্তি থাকার কথা থাকবে না। রাজা শেখর আর গীতার মধ্যে অনেক দিনের সম্পর্ক ফলে দুজনের প্রেম বা ভালোবাসা এখন প্রায় বিয়ের পর্যায়ে চলে গেছে। শুধু আপত্তিকর মিলন হতে এখনও বিরত তবে মেলামেশা এখন এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে একজন আরেকজনের বুকের উপর থাকতেও লজ্জা বিন্দুমাত্র নেই। গীতা ও রাজা শেখর অনেক কথা কাছাকাছি অনেক হৃদয়ের সব আদান প্রদান হলো বুকের মাঝে ঝাপিয়ে পড়ে আদরে আদরে সোহাগে সোহাগে রাঙিয়ে দেবার দিন ক্ষণ মনে হলো ছেড়ে না দেই একে অপরকে এমনি সময় দরজাতে কড়া নাড়ার শব্দ। যেন রেফারির বাঁশির শেষ হুইসাল বেজে উঠলো। ওরা সাথে সাথে উঠে নিজেদেরকে শালিনতার মধ্যে নিয়ে এসে দরজার খিড়কি খুলে দিতেই মা অলকা বলল, 'বাবা রাজা শেখর তোমাকে আর গীতাকে গীতার বাবা তার কক্ষে ডেকে পাঠিয়েছে। তোমরা গিয়ে কথা বলো আমি জলখাবারের ব্যবস্থা করে নিয়ে আসি।' গীতা এবং রাজা শেখর চোখে

চোখ রেখে দুজন গীতার কক্ষ হতে বাহির হয়ে রাজা ভদ্রাশ্বরের কক্ষে গমনের উদ্দেশ্যে চলে যায়। রাজা শেখর ও গীতা চৌধুরীর দুজনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং দুজনেই ডাক্তার। পাত্র হিসাবে রাজা শেখর অসাধারণ। আজ পর্যন্ত শুধু গীতাকেই ভালোবেসেছে অন্য কারো সাথে আদৌ প্রেম বা নোংরামী নেই। তদ্রূপ গীতার ক্ষেত্রেও তাই। দুজনের মধ্যে বিশ্বাসের ঘাটতি নেই। খুবই মনস্তাত্বিকভাবে শক্ত বিধায় এতটা কাছের এতটা ঘনিষ্ঠতা ওদের চলাফেরাতে। সকলে মনে করে যে ওদের মধ্যে বিবাহ আবদ্ধ অনেক আগের। এসব গীতার বাবা মা জানে ফলে কোনো বাধা নেই মেলামেশায়। এর আগেই গীতার মা বাবা গীতাকে বলে দিয়েছে তুমি যাই করো দাদার মত জীবনটাকে তুচ্ছ ভেবে নোংরামী খেলাতে মেতে থাকবে না। কারণ তোমারই রক্ত, তোমার দাদার চরিত্র কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। আবার তুমি সে পর্যায়ে যাও তবে রাজা রাজ্য ছেড়ে আমারও পলায়ন ব্যতিত গত্যন্তর থাকবে না। সেমতে গীতা বাবা মারর প্রতি অনুগত। ওরা কয়েক দিনের মধ্যে বিয়েতে আবদ্ধ হচ্ছে। এরই মধ্যে গীতা আর রাজা শেখর ভদ্রাশ্বরের কক্ষে এসে উপস্থিত। ওদের দেখে বসতে বললো, ওরাও বসে পড়ে। 'তোমরা তো এর মধ্যে সব জেনেছ শেখর চন্দ্র চৌধুরী তোমাদের দুজনের বিয়েতে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। আশা রাখি আগামীকাল তোমাদের বিয়ের আংশিক আয়োজন সম্পূর্ণ হবে আর বাকী মানিকগঞ্জ সাটুরিয়াতে হবে।' যেহেতু রাজশাহী অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। আর যদি শেখর চন্দ্র চৌধুরী রাজশাহীতে অনুষ্ঠান করতে চান তা পরে হতে পারে। তোমাদের তো কোনো আপত্তি নেই কি বল।'

'না আমাদের আপত্তি থাকবে কেন আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠগণ আছেন আপনারা যা করবেন তাতেই মঙ্গল বলে ধরে নেওয়া হবে।

কি গীতা? 'হ্যাঁ আমার ঐ একই কথা। 'তবে এ কথাই রইলো আগামীকাল তোমরা এখানে আসছো। তবে এখানে কতজন আসবে তুমি ফিরে গিয়ে জানালেই হবে কেমন, 'রাজা ভদ্রাশ্বর উঠে চলে গেলেন। ওরাও উভয়ে উভয়ের নিকট হতে বিদায় নিলেন। তবে যে ভাবে বিদায় নিয়েছে যে কেউ দেখলে আপত্তিকর পরিস্থিতি বলে গণ্য হতো। এসব বর্তমান কলি যুগের প্রেম ভালোবাসা মানেই বেহায়াপনা, কেউ নিজের আত্মমর্যাদাকে ধরে যৌবনের সবটুকু উৎসর্গ বা বিলিয়ে

দিতে খানিকটা বিরত থাকেন। আবার অনেকে না বুঝে সবটুকু বিলিয়ে নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসে তাদের সম্পর্ক ও সম্পর্কের জায়গা থাকে না। এখানে ইতি বা প্রতারকের খপ্পরে পড়ে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অবতীর্ণ হয়। যা হোক ভালোবাসা প্রেম রাজা শেখর আর গীতার মতো হওয়া উচিত বিধায় যাই করে না কেন আসল পর্যায়ে যাওয়ার পর্দা খোলার সাধ্য যেন না হয়। এতে জীবন যৌবনের অস্তিত্ব যেখানে লুকানো নোংরা খেলায় মেতে উঠে কিংবা অস্তিত্ব বিলীন করে ফিরে তবে কি সে ক্ষতি আর কোনো ভাবে পুশিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। কাজেই সব প্রেম প্রেম নয় সব ভালোবাসা ভালোবাসা নয় এর গভীরতা মেপে যাচাই বাছাই করে, বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে প্রেম ভালোবাসার খেলায় নামলে পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জয়ীই হয়। পাঠক সমাজকে বলছি এখানে শেষ নয় আরও অনেক ঘটনা রটনা অবশিষ্ট রয়েছে তা জানাবো আপনাদের। কারণ এখন বৃদ্ধ জনৈক লোকটা বলতে বলতে ক্লান্ত সেই সকাল হতে দুপুর, দুপুর হতে সন্ধ্যা। জনৈক বৃদ্ধ লোকটি আমাকে বললেন, 'সাহেব আজ ক্ষান্ত দেন আবার হয়তো কোনো একদিন সব জানাবো ভদ্রবাড়ির ভাঙা জানালার শেষ কাহিনি। জনৈক লোক যখন আমার কাছে এই সব কাহিনি বলছিলেন এর মধ্যে তিন চার বার বিভিন্ন প্রকার সাজানো থালাতে আহারাদী হয়েছে। আজ যেহেতু জনৈক বৃদ্ধ লোকটি ক্লান্ত তবে আবার আমার কোনো বন্ধের দিন শোনা যাবে সেমতে জনৈক বৃদ্ধ লোকটিকে রাজি করানো হলো। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ শেষ হলো আমার কাজের মধ্য দিয়ে। জনৈক বৃদ্ধ লোক তার কথা মত এসে উপস্থিত। জনৈক বৃদ্ধ লোকটার জন্য যথারীতি সকালের নাস্তা পরিবেশন করল আরদালী এসে। উভয়ের মধ্যে নাস্তা সেরে নেওয়ার শেষ এখন আবার পূর্বের ন্যায় আরাম করে বসলাম। তবে শুনুন ভদ্র নিত্যানন্দ চৌধুরীর সাথে সিপাহী আজম বাহাদুর প্রাতঃভ্রমণে বাহির হয়েছে। ভদ্রানিত্যের এটা দৈনন্দিন অভ্যাস যত রাত্রিতেই ঘুমান না কেন সূর্য উঠার আগে উঠে গ্রামের ভিতর দিয়ে দুজন পাইক পেয়াদা নিয়ে হাঁটতে থাকে। এই প্রাতঃভ্রমণে বাইরে সময় ভয়ে গায়ের কোনো গৃহবধূ বা যুবতি মেয়েরা এমন কি প্রজাদের দেখা মিলতো না। তবে আজতো আর এটা নিজের গাও গঞ্জ নয় সম্পূর্ণ অন্য নতুন জায়গা। ধরতে গেলে একেক এলাকাতে একেক আচার ব্যবস্থা তাই চরিত্রহীন হলেও তা নিজের স্বার্থের জন্য মেনে চলতে হবে।

ভদ্রানিত্য আর সিপাহী আজম বাহাদুর কুটির হতে নদীর কূল ধরে হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছে। এরই মধ্যে দেখতে পাই অনেক লোক মাঝে মধ্যে পুজার ঘণ্টার আওয়াজ। হয়তো অর্চনা বা মন্দিরের আরাধনার উদ্দেশ্যে ছেলে-মেয়ে-আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সব এসেছেন রাস্তা দিয়ে এগোতে কেউ কেউ ঠাকুরের সামনে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে চলে যাচ্ছে আবার কেউ কেউ আরাধনার উদ্দেশ্যে অর্চনা বা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে মন্দিরে প্রবেশ করছে। এ এক এলাহী কাণ্ড কারখানা। কয়েকজনের নিকট জেনে নিলাম। এই যে প্রার্থনার জন্য এই মন্দিরে আসা যাওয়া তা কতদিন পূর্বে। তা অনেক পূর্বের হতে এই মন্দিরের আসা যাওয়া শুনেছি। এই মন্দির নির্মিত হয়েছিলো কমলাকান্ত জমিদারের বাবা মহাশয়ের বাবার আমলে অর্থাৎ চার পুরুষ পূর্বের হতে যাত্রা শুরু। এই মন্দিরে মানত করতে বহু দূর-দূরান্ত হতে মেয়ে-ছেলেরা আসেন এবং মানত করে তা ফল লাভ করে। তাই বলা হতে না জনৈক আশ্চর্য প্রশ্ন করেন আপনার আগমন হেতু। ভদ্রানিত্য বলল, আমি কমলাকান্ত জমিদারের বন্ধু। ও আজ্ঞে মহাশয় বলে কুর্নিশ জানালো কমলাকান্ত জমিদারের অতিথি জেনে। '(একটু চুপ করে) আমার কি মন্দিরে যেতে কোনো আপত্তি আছে।' 'না না মহাশয় এই মন্দিরে যে কেউ যাওয়া আসা করতে পারেন কোনো বাধা নেই।' ভদ্রানিত্য পায়ের নাগড়া খুলে পা বাহির করতে করতে সিপাহী আজম বাহাদুর জুতা জোড়া হাতে তুলে নিলেন এবং ভদ্রানিত্য আজমকে আদেশ করে, 'তুমি ঐখানে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতে পার।' আজম সেই মতে প্রভুর হুকুম পালন করলো। আর ভদ্রানিত্য মন্দিরে প্রবেশ করে প্রথমত এদিক সেদিক দেখে নেয় আর মনে মনে ভাবতে থাকে আহা কি সুন্দর কারুকার্য মনে হয় জীবন্ত হয়ে ফুটে আছে। ভদ্রনিত্য হঠাৎ মনে মনে ভাবছে আজ এতো শান্তি শীতল স্পর্শের ছোঁয়া যেন প্রায় প্রশান্তিতে ভরে তুললো হৃদয়ের আনাচে কানাচে। এর মধ্যে হঠাৎ মন্দিরে শোরগোল, উপস্থিত ছেলেমেয়ে-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই দাঁড়িয়ে পড়লো। ভদ্রানিত্য আরাধনার কায়দায় দুই হাত একত্র করে প্রার্থনা জানাচ্ছে নিমগ্নচিত্তে। তন্মধ্যে সকলে বলছে, 'বড় মা প্রেণাম প্রেণাম বড় মা।' ভদ্রানিত্য প্রার্থনার নিমগ্নতা ভেঙে নিজেকে ঘুরিয়ে দেখার সুবাদে বড় মাকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য বাহিরের পথে পা বাড়াতেই দেখেন, বড় মার সাথে আরও কয়েকজন মেয়ে বড় ছোট অনেকেই মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

পথিমধ্যে ভদ্রানিত্যর সাথে বড় মার মুখোমুখি হলে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে আদাব বিনিময় হলো এবং বড় মার সাথে থাকা কয়েকজন মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে অন্যরকম দেখতে বা শাড়ি পরিহিত বিধায় (মনে হলো রাজশাহী সিল্ক) সে এক অপূর্ব যেন ইশ্বর তাকে নিজহাতে তৈরি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। অবশ্য ভদ্রানিত্যও কম নয়। সুদর্শন সুপুরুষ যে কেউ দেখলে একবাক্যে তার সাক্ষাত প্রাপ্তিতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে এবং যে কেউ প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিবে। খারাপ মানুষরা দেখতে শুনতে চলনে বলনে ভালো হয়। যাই হোক, বড় মাকে আদাব দিয়ে পাশ কাটাতেই অচেনা অজানা মেয়েটির সাথে দৃষ্টি গোচর হয়। কিন্তু ভদ্রানিত্য আজ ভদ্রতা দেখিয়ে মন্দির হতে চলে আসতে সিপাহী আজম বাহাদুর দৌড়ে এসে নাগরা মাটিতে রেখে দিলে ভদ্রানিত্য তা পরিধান করতে করতে সিপাহী আজম বাহাদুরকে মন্দিরে অবস্থানের কথা বলে। আর ওদের সম্পর্কে এরা কারা কোথা হতে এসেছে কোথায় যাবে এই বড় মাকে কে তাদের পরিচয় জেনে যেন কুটিরে ফিরে আসে। ভদ্রানিত্য কুটির অভিমুখে চলে গেলো। বড় মাসহ অন্য মেয়েরা প্রবেশ করায় তাদের দায়িত্ব মেয়ে পুরোহিতদের হাতে সমর্পণ করে পুরুষ পুরোহিত বেরিয়ে আসতেই আজম বাহাদুরের নজরে পড়ে। আজম সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দেওয়াল পর্যন্ত এগিয়ে আদাব জানালে পুরোহিত বলল, 'তুমি কে বাছা তোমাকে তো এ গায়ে আগে দেখি নাই।' 'আমি একজন মুসলমান আমার নাম আজম বাহাদুর আমার আগমন এবং অবস্থান কমলাকান্ত জমিদার বাড়ি।' উনার বন্ধু মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া রাজা ভদ্রাশ্বরের একমাত্র পুত্র ভদ্রানিত্য নন্দন নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে এই নাগাতে আসা।' আচার্য বললেন, ও ভাই তা উনি গেলেন কোথায় উনাকে তো দেখছি না।' আজম বলল, 'উনি চলে গেছেন।' তবে পুরোহিত বা আচার্যকে আজম প্রশ্ন করে আমাদের রাজা মশাই জানার খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বড় মা কে বা উনার সাথে ঐ যে রাজশাহী সিল্ক পরিহিত মেয়েটা কে। আচার্য মশাই ভদ্রানিত্যের এতো বড় পরিচয় পেয়ে গড়গড় করে সব বলে দিলেন, দাড়ি কমা সেমিকোলন কোনো কিছুই বাদ গেলো না। তারপর এক সময় উভয়ে বিদায় নিলেন। আজম বাহাদুর মৃদু পায়ে রাজা ভদ্রানিত্য নন্দনের কক্ষে প্রবেশ করছে বিস্তারিত জানানোর উদ্দেশ্যে। ভদ্রানিত্য আজমকে দেখে শায়িত অবস্থান ত্যাগ করে দেওয়ালের এক কোণে আরাম কেদারাতে বসে বলল, হ্যাঁ, বলো

সিপাহী আজম আমার জন্য কি কি সুখবর নিয়ে এলে।' তবে শুনুন ছোট রাজা মশাই। এ গাঁয়ে সবাই যাকে বড় মা বলে তিনি কমলাকান্ত জমিদারের বড় কাকার স্ত্রী অসনিকুমারী চৌধুরানী ওরফে বড় মা। উনার পিতৃকুল রাজশাহী চৌধুরী বাড়ির কন্যা অর্থাৎ শেখর চন্দ্র চৌধুরীর বড় বোন। উনি বিয়ের সূত্রে এই নাগাতে স্বামীর বাড়ি। কমলাকান্তর বড় কাকি শশীকান্ত জমিদার নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে পরবর্তীতে কমলাকান্তের বাবা নিশিকান্তের হাতে জমিদারীর ভার চলে এলে বেশ কিছু দিন নিশিকান্ত জমিদারী পরিচালনা করার পর, নিশিকান্ত তার একমাত্র সন্তান কমলাকান্ত জমিদারের হাতে তুলে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিশিকান্ত থাকাকালীন বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে সসম্মানে রাখার জন্য আলাদা প্রাসাদ তৈরি করে দেন। অবশ্য দুটি প্রাসাদ পাশাপাশি হলেও খাবার দাবার সমস্ত আগে পাঠাতেন নিশিকান্ত, এখন কমলাকান্ত বা স্ত্রী সাগরিকা। সাগরিকা বড় মার সুবাদে কমলাকান্তের স্ত্রী হয়ে এই জমিদার বাড়িতে প্রবেশ। বড় মা তার ছোট দেবরের ছেলে কমলাকান্তের জন্য মাঝে মধ্যে পূজার ব্যবস্থা করে থাকেন এবং কমলাকান্তও বড় মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে থাকেন। প্রতিদিন কমলাকান্ত বড় মার মুখ দর্শন এবং পায়ে হাত না দিয়ে কোনো কাজে পা হাত দেন। এই শিক্ষা বাবা শশীকান্ত জমিদার হতে পাওয়া। শশীকান্ত না কি বড় ভাইয়ের স্ত্রী অর্থাৎ বড় বৌদির মুখ দর্শন এবং পায়ে হাত না দিয়ে কোনো কাজের শুরু করতেন না। বড় মাকে সেই কারণে গাঁয়ের সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং বড় মা যে পথ দিয়ে যাবেন সেই পথে কোনো পথচারী দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। আর যদি কারও সাথে দেখা হয় তবে আদবের কায়দাতে মাথা নুইয়ে আদাব ছালাম জানাতে জানাতে চলে যাবেন।' সিপাহী আজম বাহাদুরের কথা ভদ্রানিত্য মনোযোগ সহকারে শুনছিল। কিন্তু ভদ্রানিত্য যে সংবাদ, যার কথা বা জানার জন্য আগ্রহী তার কথা কেন 'আজম জানাচ্ছে না'। ভদ্রানিত্য পুনরায় মুখ খুললেন। 'আজম মন্দিরের দেখা বড় মা'র সাথে থাকা ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে কোনো সংবাদ বা পরিচয় নিতে পেরেছিস।' আজম মৃদু হেসে 'অবশ্যই নিয়েছি'। 'তবে তার কথা বলো', ভদ্রানিত্য আজমকে রাগান্বিত স্বরে বললেন। আজম বলল, 'ছোট রাজা শুনুন তাহলে বড় মার সাথে যে মেয়েটিকে আপনি দেখেছেন তিনি রাজশাহীর জমিদার শেখর চন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে মহাপল্লবী চৌধুরী।' ভদ্রানিত্য মহাপল্লবীর কথা শুনতেই আরাম কেদারা

হতে লাফিয়ে উঠা দেখে সিপাহী আজম বাহাদুর ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে আবার ভাবে? কারণ কি? ছোট রাজা কি আমাকে মারার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছে না কি গর্দান কেটে নেওয়ার জন্য? এইভাবে কিছুক্ষণ নিরব হয়ে যায় ভদ্রানিত্যের কুটিঘরের কক্ষ। কিছুক্ষণের জন্য ভদ্রানিত্য ভাবছে এ কি হলো বাবা মা বোন গীতা যাকে দিয়ে আমার সাথে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে কলকাতাতে অবস্থান করছে আজ সে নাকি আমার দোরগোড়ায়। কি অদ্ভুত যোগাযোগ ব্যবস্থা। আমি যদি আমার রাজ্য হতে বিতাড়িত হয়ে নাগাতে আশ্রয় না পেতাম হয়তো আমার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন কাছে এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়াতো না। ভদ্রানিত্য জোরে কক্ষের ভিতরে হাঁটছে আর সশব্দে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নির্গত হচ্ছে। কিন্তু অন্য দিকে আজম পূর্বের ন্যায় ভয়ে জড়োসড়ো হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। এমন একপর্যায়ে ভদ্রানিত্য পুনরায় আরাম কেদারাতে বসে বলে, 'হ্যা আজম মহাপল্লবীর কথা বলো।' আজম বলল, 'ভয়ে না নির্ভয়ে বলবো ছোট রাজা।' ভদ্রানিত্য মুহূর্তে হেসে, 'আরে আজম তুমি কি আমার কোনো আচরণে ভয় পেয়েছো। আরে বোকা তুমিই আমার একমাত্র সহসাথী, পথের কাণ্ডারী, ভরসার সঙ্গী। তুমি আমার সাথে আছো বলে আমি বাবা মা বোনদের কথা, রাজ্যের কথা ভুলে গেছি।' পরক্ষণে আজম বলে উঠে, 'আচ্ছা ছোট রাজা যদি আমাকে একটা কথার অভয় দেন তবে আমার জীবন দিয়ে হলেও আপনার এবং মহাপল্লবীর চার হাত একত্রে করে দেবো।' ভদ্রানিত্য (একটু চিন্তা করে) 'হ্যাঁ বল আমি তোমার সব শর্তে রাজি আছি।' ঠিক আছে আপনি এখানে যতদিন মহাপল্লবীর সাথে সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধতে লাগে কমলাকান্ত জমিদারকে খুলে বলে থাকুন।' ওদিকে বড় রাজা মশাই সাটুরিয়াতে পৌঁছে নাদির শাহের হাত হতে রাজ্য ভার গ্রহণ করে রাজ্য পরিচালনা শুরু করলে কোন এক ফাঁকে আমরা উপস্থিত হয়ে রাজা রানী মার কাছে সব দোষ গুণের জন্য পায়ে ধরে মাফ চেয়ে আবার রাজ্যভার গ্রহণ করে নিবেন। আগামী ভবিষ্যতের জন্য রাজ্যের প্রজা তাদের বৌ ছেলে মেয়ের উপর অত্যাচার পরিহার করে সুন্দর জীবন যাপনের পথ বেছে নিবেন। এই যে দেখছেন আপনার বন্ধু কমলাকান্ত জমিদারের জীবন সংসার কত পরিচ্ছন্ন সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়েছেন। সবাই তাদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধার চোখে তাকায়। আপনিতো সব জানেন। কমলাকান্ত একদিন আপনার মত একই ভাবে জীবন যাপন করেছে। এখন তো তার ভিতরে সেই

আগের উপলব্ধি বোধ আর নেই।' ভদ্রানিত্য বলে, 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছো আজম আসলে আমারই ভুল। মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেতে হলে কমলাকান্তের মত জমিদার হতে হবে। তবেই তো রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে। সকল প্রজাগণ আমাকে নিয়ে জয় জয়াকার করবে।' আজম বলল, 'ঠিক আছে ছোট রাজা মশাই যা হবার হয়ে গেছে এখন আগামীদিনের পরিকল্পনা নিয়ে ভাবুন।' ভদ্রানিত্য আবার দাঁড়িয়ে বললো, আজম হঠাৎ মহাপল্লবী এখানে কেন ওর তো থাকার কথা কলকাতাতে। আজম ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে জেনে দেখ যে শেখরচন্দ্র চৌধুরীর মেয়ে মহাপল্লবী আর এই মহাপল্লবী এক কিনা।'

'কি যে আবোল তাবোল ভাবছেন ছোট রাজা।শেখর চন্দ্র চৌধুরীর মেয়ে মহাপল্লবী যে একই তার মধ্যে যে কোনো পার্থক্য বিভেদ নেই আমি একশত ভাগ নিশ্চিত। কারণ পুরোহিতের সাথে আমার সেইভাবে জানা হয়েছে। আপনি যান বাজিয়ে দেখুন সত্য মিথ্যা।'

'ঠিক আছে এ সত্যের উদঘাটন করতেই হবে।' আজ সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেটে গেলো একাকী সময় ভদ্রানিত্যের কুটিরে বসে শুয়ে থেকেই। যথারীতি সময় মত তিন বেলার খাবার ঠিক ঠিক সময়ে জমিদার খাজাঞ্চি হতে প্রহরীর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আজ আর কমলাকান্তের সাথে সাক্ষাত বা যোগাযোগ হলো না। কোনো কথাই জানানো হলো না। কমলাকান্তের জমিদারী স্টেট খুবই পরিচ্ছন্ন দেখতে। নদীর দু'ধারে কাশফুলের সম্ভার। মন্দির বা মসজিদের পথের দুধারে বিভিন্ন ফুল ফলের সারিবদ্ধ গাছ গাছালি এ এক অন্যরকম নিবিড় শান্ত এলাকা। যেমনি নদীর ঘাট হতে রাজ মহলে যেতে ঐ একই রূপে সুসজ্জিত তেমনি। রাজ মহল হতে বড় মা মানে বড় জমিদার শশিকান্তের মহল পর্যন্ত যেতে দুধারে তদ্রূপ ফুলে ফলে সাজানো। কমলাকান্তের রাজ মহল হতে কিন্তু এখানে একই ধরনের আরেকটি একই মাপের দৈর্ঘ্য প্রস্থের রাজমহল রয়েছে বাহির হতে বুঝা যায় না। কারণ কমলাকান্তের মহলের পিছন দিক আর পামগাছ আরও নানা জাতের বিভিন্ন প্রকার গাছগাছালি দিয়ে আবৃত। এই নাগার আশেপাশে যে সকল হিন্দু মুসলমান চৌধুরী বা জমিদার বা রাজা বাহাদুর গণ আছেন তারা একে অপরের নিবিড় সম্পর্ক এবং একে অপরের খোঁজ খবর নেয়া, একে অপরের বিপদ আপদে ঝাঁপিয়ে পড়া, এই সকল চল বিগত বহু কাল হতেই বহন করে

আসছে। হিন্দু মুসলমানের মিল থাকাতে এখানে সর্বদা সুখ শান্তির আদান প্রদান ভাব সকলের মধ্যে বিদ্যমান সবক্ষেত্রে। এই অঞ্চলে কোনো রাজা বাদশা, জমিদারের বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা করার প্রবণতা নেই। কোনো প্রজা বা মানুষের কাছে জানতে চাইলে সকলে ভালো মন্দ উত্তর দিতে নারাজ অর্থাৎ ওরাও রাজা বাদশা জমিদারদের আচার ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা শান্তিতে দুমুঠো ভাত খেয়ে পড়ে বেঁচে আছে।

এই অঞ্চলে হোক রাজা হোক জমিদার সে হিন্দু কি আর মুসলমান জমিদার একই প্রজাদের ছেলে মেয়ের লেখাপড়া হতে শুরু করে বিয়ে সাদি পর্যন্ত খরচ, অন্যান্য সকল প্রকার পার্বণে বা বড় কোনো অনুষ্ঠানে রাজা বাদশা জমিদারদের রাজ কোষাগার হতে আসে বা রাজকোষ হতে অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। এই জন্য একে অপরের প্রতি সহানভূতিশীল এবং বন্ধনে অটুট।

এদিকে শেখর চন্দ্র চৌধুরীর মেয়ে মহাপল্লবী নাগাতে আসায় সন্ধ্যাকালীন প্রীতিভোজের আয়োজন করেছেন মহাপল্লবীর পিষিমা অসিনিকুমারী অর্থাৎ শশীকান্তের স্ত্রী (বড় মা)। এই প্রীতিভোজে নিমন্ত্রিত কমলাকান্ত, স্ত্রী সাগরিকা ও ছেলে রজনীকান্ত। সচরাচর সমুদয় খাবার বড় মার জন্য কমলাকান্তের স্ত্রী সাগরিকা প্রতিদিন পাঠিয়ে থাকে কিন্তু বিশেষ অতিথি আসায় তার আগমনে আজকের আয়োজন বড়মাই করেছে। আবার আগামীকালকের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য থাকবে না। এই অতিথিসহ অন্যান্য সমুদয় ব্যবস্থা কমলকান্তের খাজাঞ্চি হতে যোগান হবে। যা হোক যথাসময়ের মধ্যে কমলাকান্ত স্ত্রী সাগরিকা ছেলে রজনীকান্ত এসে উপস্থিত। এরাসহ অন্য সকলেই বড় মাকে পায়ে হাত রেখে কুশল বিনিময় করলেন। বড় মা ভক্তি শ্রদ্ধা নেওয়ার সময় এই পরিবারের একমাত্র কর্ণধার রজনীকান্তকে কোলে জড়িয়ে নিলেন। পরক্ষণে বড় মা হতে মহাপল্লবী নিজের কোলে নিয়ে আদর সোহাগে ভরিয়ে তুললেন। তারপর সকলকে বাসার আমন্ত্রণ জানিয়ে সকলের মধ্যে ভাব সম্পর্ক কথোপকথনের মাধ্যমে পরিচয় আদান প্রদান হলো। সেই এক পর্যায়ে বড় মা কমলাকান্তকে প্রশ্ন করলেন, 'কিরে ছোট খোকা আমি না থাকায় শরীরের প্রতি যত্ন নিসনি। বৌ মা না নিজের প্রতি যত্ন নিয়েছে, না আমার ছেলে ছোট খোকার প্রতি নিয়েছে।' কমলাকান্ত কথা

বলার সুযোগ না দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে কারো দোষ না, না আমার, না সাগরিকার। আমিই নিজেরে নিজে নজর দিতে পারি নাই। কারণ দক্ষিণে সদরপুর গ্রামে জলদস্যুর উপদ্রব দেখা দিয়েছে। তাই সেখানে প্রতিদিন যাওয়া আসার কারণে এই একটু আধটু। এখন বড় মার কোল ছেড়ে আবদারের স্বরে, 'খুব ক্ষুধা পেয়েছে কি রেঁধেছো খেতে দাও।' এদিকে মহাপল্লবী আর সাগরিকার মধ্যে কথা বার্তাতে খুব জমে উঠেছে। মহাপল্লবীকে আবদারের সুরে, 'আজ সারাদিন এখানে সময় পার করেছ। আগামীকাল হতে আর তা চলবে না কি বলুন বড় মা।'

'আমিও তাই বলেছি যতদিন ইচ্ছা থাক তবে এবার শেখর চন্দ্রকে বলে এসেছি সহসা আর মহাপল্লবীকে রাজশাহী বা কলকাতাতে পাঠাচ্ছি না। ওর বিএ পরীক্ষার ফল দুই তিন মাস পর বেরুতে লাগবে তাই সে পর্যন্ত আমাদের কাছেই থাকবে।' 'ঠিক বলে এসেছেন কাকা বাবুকে।' এর ফাঁকে টেবিল ভরা নানা প্রকার উপকরণ দিয়ে খাবারের আয়োজন যাকে বলে প্রীতি ভোজ। সবাই বসে পড়লো একত্রে যার যার চেয়ারে। রজনীকান্তকে এককোণে একটি ছোট টেবিল দিয়ে বসিয়ে দিলেন ধাত্রি মাকে দিয়ে। এর মধ্যে খাওয়ার মাঝে বড় মা কমলাকান্তকে প্রশ্ন করলেন, 'কুটিরে কোথা হতে কোন দেশ হতে নাকি তোমার এক বন্ধু এসেছেন। অবশ্য ভোরে মন্দিরে প্রার্থনা জানাতে দেখেছি তারপর আমি মন্দিরের বাহিরে এসে আর দেখা পাইনি।' সাগরিকা আর মহাপল্লবী কমলাকান্ত আর বড় মা কি নিয়ে কথা হচ্ছিলো ওরা শুনতে পায়নি ওরা দুজন টেবিলের অন্য প্রান্তে কথা বলছিল আর খাবার খাচ্ছিলো। কমলকান্ত বড় মার কথার উত্তরে বললেন, 'আমার বন্ধু ছোট রাজা ভদ্রানিত্য নন্দন মহা রাজা ভদ্রাশ্বর এর পুত্র।' কথাটা শুনে বড় মা দাঁড়িয়ে উঠলেন এবার সকলে তা লক্ষ্য করলেন। হঠাৎ বড় মার দাঁড়িয়ে ওঠা দেখে কমলাকান্তসহ সকলে রীতিমত অবাক হলেন এবং বড় মা দাঁড়াতেই সকলে দাঁড়িয়ে পরে। তাৎক্ষণিক বড় মা বসে সকলকে বসার আহ্বানসহ খাওয়ার জন্য বললেন। এখানে বড় মা আর কোনো কথা বললেন না। কারণ এখানে মহাপল্লবী রয়েছে আর মহাপল্লবী জানে না। তাই কমলাকান্তকে বড় মা বললেন, 'কমলা কান্ত।'

'হ্যাঁ আদেশ করুন বড় মা।'

'শোন তুমি খাওয়ার পর একা শুধু একা আমার কক্ষে আসবে তোমার সাথে কথা আছে।' মাথা নত করে 'আজ্ঞে।' বড় মা সামান্য জলযোগ করে নিজ কক্ষে চলে গেলে সবাইকে খেতে বললেন।

অন্যদিকে আজ রাতে খাবার এখন আসছে না তবে ভদ্রানিত্যর পায়চারী বেড়ে গেলো এবং ক্ষুধাতে ঘনঘন জল পান করছে। এক ফাঁকে হাঁটতে হাঁটতে কুটিরের বারান্দাতে এসে প্রহরীকে ডেকে উপরে এনে জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাপার কি আজ তোমাদের রাজ প্রাসাদ হতে এখনও খাবার এলো না।' কথা শেষ হতে না হতে আজম বাহাদুর এসে সংবাদ জানালেন ছোট রাজা মশাইকে, 'ছোট রাজা মশাই এখনও আজ কেন খাবার আসে নাই জানেন। আজ রাজ দরবারে সকল খাবার বড় মার প্রাসাদ হতে আসবে। কারণ আপনার বন্ধুর পরিবারকে বড় মা ভোজসভায় নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাই খাবারের বিলম্ব হওয়ার হেতু। 'ভালো' বলে ভদ্রানিত্য কক্ষের ভিতরে চলে যায়। আর মনে মনে ভাবে ইস যদি আমি যেতে পারতাম তবে মহাপল্লবীকে দেখতে পারতাম এবং আলাপ করে নিতে পারতাম। যাক আজ হয় নাই তো কি হয়েছে আগামী পরশু অবশ্য অবশ্য সাক্ষাৎ হবে আমার বিশ্বাস। যেহেতু মহাপল্লবীকে সেই সুদূর রাজশাহী হতে এখানে নিয়ে এসেছে অবশ্য বিধাতা আমার জন্যই রেখেছে নচেৎ কেন আসবে। বিধাতা তুমি ক্ষমা কর প্রভু। আগামী প্রত্যুষে আমি মন্দিরে গিয়ে আমার সকল পাপের ক্ষমা চেয়ে পুণ্যের জন্য আত্মসমর্পণ করে আসবো। যদি মহাপল্লবী আমার জীবনে আসে তবে আমি সব ছেড়েছুড়ে সাধু সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করবো এই আমার প্রতিজ্ঞা। তবুও যে কোন মূল্যে আমার ক্ষমা চাইতে হবে। পল্লবীকে চাই চাই চাই। এর মাঝে আজম বাহাদুর জানালো ছোট রাজাকে যে 'আপনার খাবার এসে গেছে।' এবার কমলাকান্ত আর বড় মার কথা আসে। কমলাকান্ত বড় মার ঘরে প্রবেশ করতেই, 'এসো কমলাকান্ত এখানটায় বসো। আমি তোমার কাছে আসছি।' কমলকান্তের সারা মুখ চোখ ভয়ে লাল। কারণ কমলাকান্ত কি বন্ধু ভদ্রানিত্য নন্দনকে কুটিরে জায়গা দিয়ে অন্যায় করেছে না কি ভুল হয়েছে। কমলাকান্তের অবস্থা বড়মা লক্ষ্য করলেন। কি ছোট বাবু আপনি কি কোন কারণে চিন্তিত। না বড় মা, তবে কেন যেন অস্বস্তি লাগছে। বড় মা কমলাকান্তকে দেখে বুঝতে পারলেন কোনটা ভয়

কোনটা আনন্দের কারণ। কমলাকান্তের মা গত হবার পর এখন যেমন রজনীকান্তের বয়স ঠিক কমলকান্তের মা হারাবার সময় বয়স ততটুকু ছিলো। শোন কমলাকান্ত নির্ভয়ে সোজা হয়ে বসো। কাছে এসে, তুমি কি ভয় পেয়েছো? আমায় জিজ্ঞেস না করে রাজকুটিরে তোমার বন্ধু ভদ্রানিত্যকে জায়গা দিয়েছ সেই জন্য? জ্বি বড় মা। আরে বোকা আমি থাকলে তো জেনে নিতে পারতে। সে কারণে নয়। ঐ ভদ্রানিত্যকে তুমিসহ এক দুদিনের মধ্যে আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করো। তোমার আমার আর ভদ্রানিত্যের উপস্থিতিতে সব সমস্যা সমাধান হবে। এখন যাও অনেক রাত্রি হয়ে গেছে আমার দাদু ভাইয়ের ঘুমের সময় তুমিও ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তুমিও যাও ঘুমাও গে।' কমলাকান্ত কোনো প্রশ্ন বা কথা না বাড়িয়ে কক্ষ হতে বাহিরে পা রাখতেই বড় মা বলল, 'সাগরিকা যেন যাওয়ার পূর্বে দাদুকে দেখিয়ে নিয়ে যায় কেমন।' 'ঠিক আছে' বলে কমলাকান্ত বেরিয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য যে মহাপল্লবী অতিব একজন সুন্দরী রূপবতী মেয়ে। কথাবার্তা আচার ব্যবহার অত্যন্ত মার্জিত। যে কেউ দেখলে পছন্দ করার মত। এক কথায় জমিদারের মেয়ে জমিদারের মতই। তবে সেই জমিদারের প্রভাব মহাপল্লবীর মধ্যে পড়েনি, যে অহংকার করা রাগঢাক করা উচ্ছৃঙ্খল জীবন মান সে রকম নয়। মহাপল্লবীর মধ্যে মহা একটা গুণ যে ছোট বড়কে যথাযথ সম্মান মর্যাদা দেওয়া সর্বোপরি শ্রদ্ধা আদব কায়দার মাধ্যমে নিজেকে উপস্থাপন করা। যাই হোক সাগরিকাসহ অন্যরা সকলে বড় মার হতে বিদায় নিলো এবং রজনীকান্তকে কোলে নিয়ে আদর করে মহাপল্লবীর হাতে তুলে নিলে মহাপল্লবী রজনীকান্তকে কোলে করে দিয়ে রাজপথ পর্যন্ত এগিয়ে ধাত্রীমা কোলে নিয়ে বিদায়ের মাধ্যমে পুনরায় মহাপল্লবী বড় মার কক্ষের দিকে চলে গেলেন।

শেখর চন্দ্র চৌধুরী, রাজা শেখর চৌধুরী, ছোট কাকা হরেশ চন্দ্র চৌধুরী অন্যান্য রাজা শেখরের বন্ধু বান্ধব আরও প্রায় কুড়ি বাইশজন ভদ্রাশ্বর চৌধুরীর কালকাতার বাড়িতে গীতা রানী চৌধুরীকে দেখার জন্য এলেন। বলা যায় রাজ বাড়িতে আসা মানেই সেইভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিজেদেরকে উপস্থাপন করা। রাজা ভদ্রাশ্বরের তরফ হতেও কিন্তু কোনো দিক দিয়ে কমতি রাখেনি গোটা বাড়িটা ফুলে ফুলে সুসজ্জিত করে দেওয়াল গেট সিঁড়ি দেওয়ালের কালার এ এক এলাহী ব্যাপার স্যাপার।

বড় একটা হল রুম লোকে লোকারণ্য। দেখে মনে হয় আজকেই বিয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। কিন্তু না এখানে রাজ শেখরের পিসিমা মা (বড় মা) জানে না (শেখর চন্দ্রের বড় বোন অসনি কুমারী চৌধুরী), জানে না মহাপল্লবী অন্যদিকে ভদ্রাশ্বরের পুত্র ছোট রাজা ভদ্রানিত্য নন্দন উপস্থিত নেই। শত খারাপ হলেও একমাত্র বড় ভাই গীতার বিয়েতে উপস্থিত থাকবে না তা কি হয়। রাজা ভদ্রাশ্বরের স্ত্রী অলকা রানী চৌধুরী মেয়ের শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের অনেক উপকরণ দিয়ে খাবারের এমন আয়োজন করেছেন যেন গোটা কলকাতা শহর তুলে পরিবেশন করছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে মিষ্টান্ন এবং জলযোগ সেরে বিয়ের প্রথম ধাপ লিখিত পাড়িত কাজ সুসম্পন্ন হলো। সবাই মহা খুশি এবং ধর্মদাসের মাধ্যমে গীতা ও রাজা শেখর চন্দ্র চৌধুরী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। যেমন গীতাকে দেখতে লাগছিলো তেমনি রাজাশেখরকে। আলাপ আলোচনা হয়ে গেলো উভয় পরিবারের মধ্যে। কবে কত তারিখ কোথায় বিয়ের সমুদয় পর্ব আনুষ্ঠানিকভাবে সুসম্পন্ন হবে। অন্যদিকে আলাপ আলোচনার পর্ব সেরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে যারযার মত আস্তে আস্তে বিদায় নিলো। গীতা এবং রাজা শেখরের বিয়ের প্রথমপর্ব খুশি সুন্দর মনোরম পরিবেশে সুসম্পন্ন হলো। আমার তো ভালো লেগেছে অবশ্য এই পর্ব যদি স্ক্রিনে দেখানো যেতো তবে আপনাদের অত্যন্ত খানিকক্ষণের জন্য মধুময় হয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ হয়ে থাকতো। তবে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষায় থাকুন এবং আমি বাকী পর্বের জন্য এগুতো থাকি। অন্যদিকে রাজা ভদ্রাশ্বর তার মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার রাজ প্রাসাদে ফিরবেন বলে বন্ধু নাদির শাহকে এবং সাটুরিয়ায় সৈন্য সামন্ত দিয়ে সুন্দর সুসজ্জিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। আসলে বন্ধু থাকলে নাদির শাহর মত বন্ধু থাকা দরকার। যাকে দিয়ে বিশ্বস্ততার সহিত রাজ্য শাসনভার রক্ষা করা যায়। নাদির শাহ ব্যক্তিগত ভাবে পরোপকারী এক কথায় বলা যায় দানশীল দানবীর। তার একটাই কথা রাজ্য হারাতে পারি কিন্তু আমার একটা কথা প্রজাকে হারাতে পারবো না। তা যে কোনো বিনিময়ে প্রয়োজনে রাজ্যের সকল প্রজাদের জন্য রাজ্যও বিক্রয় করতে দ্বিধা করবো না। শুধু প্রজাদের মুখে হাসি খুশি দেখতে চাই। নাদির শাহ আর রাজা ভদ্রাশ্বর দুজনে মিলে অনেক স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির নির্মাণ করেছেন। এমন কি কর্মের জন্য যাতে রাজ্য ছেড়ে অন্য কোন দেশে না যেতে হয় তার জন্য বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে তাদের আরেক জন মুসলমান বন্ধু জমিদার আতাহার আলী চৌধুরীও আছেন। তিনিও জনহিতৈষীমূলক কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন।

কি সুন্দর স্নিগ্ধ ঝকঝকে সকাল। ভোর হতে না হতে নীড়ের পাখিরা তাদের কণ্ঠে সুর তুলে খাদ্যের অন্বেষণে কোথা হতে কোথায় পাড়ি জমাচ্ছে। কার ভাগ্যে কি লেখা আছে। কি পারে কি পারে না। শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তা জানেন। তবুও চলতে হবে চলার পথে থেমে থাকা যাবে না। প্রাপ্তিতার দিক দর্শনে লক্ষস্থলে। তেমনি ভোর কাটিয়ে সকালের সূর্যের রশ্মির ঝলক তীরশলার মত প্রবেশ করেছে ভদ্র নিত্যের কুটির শয়নকক্ষে। দ্রুত শয়ন কক্ষ হতে বেরিয়ে আজও সেই মন্দিরে এলেন আজম বাহাদুরকে সাথে করে। কিন্তু ভদ্র নিত্য এসে না পেলো পুরোহিতকে না পেলো প্রজাসহ অন্য কাউকে। যে উদ্দেশ্যে এসেছিলো কিন্তু তাদেরও কারও সাথে দেখা হলো না। যেহেতু ভদ্রানিত্য মন্দিরে এসেছে তাই দর্শন ও প্রার্থনা জানিয়ে মন খারাপ নিয়ে ফিরে এলেন নদীর কূল ধরে। ঠিক তৎ সময় একটি বজরা হতে নেমে, আজম বাহাদুর আজম বাহাদুর বলে পিছন হতে ডাকছে। আজম প্রথমত ডাক শুনে নি। পরে দেখে পিছন ফিরে তাকিয়ে উজির সাহেব। তাৎক্ষণিকভাবে ছোট রাজা মশাইকে থামিয়ে, 'ছোট রাজা মশাই দেখুন কে এসেছেন। অবাক হয়ে 'আরে উজির সাহেব আপনি এখানে? উজির আদাব বিনিময় করে বলে 'এই ইসলামপুর আমার মামার বাড়ি ছেলে মেয়ে স্ত্রী এখন ওখানেই আছে তাদেরকে আনতে যাচ্ছি।'

এখন তো আর আমার কোনো কাজ নেই। নাদির শাহ আমাকে, মন্ত্রী নাজিরকে রাজপ্রাসাদ হতে বাহির করে দিয়েছে। দেখে এলাম নাদির শাহ রাজ প্রাসাদ সুন্দরভাবে সুসাজে সজ্জিত করছেন। ভদ্রানিত্য উজিরের কথা ভেবে নিয়েছে ভদ্রানিত্যকে সরিয়ে রাজ্য রাজ প্রাসাদ দখল করেছে। তাই ভদ্রানিত্য রাগে গদগদ হয়ে বলে নাদির শাহর এই দুঃসাহসের জবাব আমি একদিন নেবোই। ওদের দু'জনের কথা মাঝখান দিয়ে আজম বাহাদুর বলে উঠলেন, 'ছোট রাজা মশাই আপনি নাদির শাহর উপর ভুল বুঝেছেন। আসলে তা নয় আপনি জানেন কি জানেন না আপনার বাবা মানে বড় রাজা এসব করেছেন। আপনি তার হুকুমে রাজপ্রাসাদের বাহিরে।' উজির বলে, 'হয়তো হতে পারে রাজপ্রাসাদের

বাহিরে এ ধরনের আলাপও হচ্ছে। আরও শুনেছি আপনার বোন গীতারানী চৌধুরীর বিয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। কিছু দিনের মধ্যে সাটুরিয়া এসে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হবে।' উজিরের কথা শুনে মনে মনে ভেবে নিলো সে, গীতার আগে আমার বিয়ে হওয়ার কথা সে স্থানে আজ গীতার বিয়ে হবে। 'ঠিক আছে হতে দাও আমিও কিছু দিনের মধ্যে বিয়ে করে রাজ্য পুনরুদ্ধার করে নেবো।' আজম আর উজিরের নজরে পড়তেই উজির ছোট রাজা মশাই আপনি এখানে কি করে এই নাগায় এখানে কে আছে আপনাদের আপনজন। ভদ্রানিত্য বলল, 'আসলে এখানে কেউ নেই তবে আমার পুরাতন বন্ধু ঐ যে দেখছো না রাজপ্রাসাদ এটাই আমার বন্ধুর। এখানে আশ্রয় পেয়ে খুব আরামেই আছি খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি এই আর কি। তবে রক্ষা সেদিন আমার সাথে আজম বাহাদুর এসেছিলো। বজরাতে মাঝিমাল্লা আছে ওরা আমার জন্য রয়ে গেছে। আসলে উজির সাহেব আমি রাজ প্রাসাদ রাজ্য ত্যাগ করে এই সুদূর নির্বাসনে থেকে বুঝতে পেরেছি জীবনটা কিছু না। তবে মন স্থির করে নিয়েছি যদি কোনো ভাবে প্রাসাদে ফিরতে পারি এই রাজ্য ব্যবস্থার মত অঞ্চলগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা আছে। এই রাজ্য বা অঞ্চলের রাজা বাদশা জমিদারের নিকট অনেক কিছুই জানার আছে শুধু রাজা জমিদার হলেই হবে না। যাক এসব ভাবার সময় হয়তো একদিন ফিরে আসতে পারে। পরক্ষণে উজিরকে বলল, 'আসুন আমাদের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে যাবেন।'

'না ছোট রাজা আমি আজ আসি ফেরার পথে আপনার কুটির হয়ে যাবো। আজম বাহাদুর আপনি খেয়াল রাখবেন ছোট রাজা মশাইকে। আবার বেঁচে থাকলে দেখা হবে উজির।' মুসলমান বলে খোদা হাফেজ বলে চলে গেল। ভদ্রানিত্য হাত তুলে বিদায় জানালেন। আজ কেন যেন উজিরকে দেখে নিজের এলাকার কথা মনে পড়ছে। দেহের ভিতরটা ভেঙেচুরে খান খান হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকে জানানো বা প্রকাশ করা যাচ্ছে না। মনের কষ্ট মনেই লুকিয়ে রইলো। জীবনটা বড়ই কঠিন। তাছাড়া কমলাকান্তর এখানে আর কতদিন বা থাকা যায়। আমি একজন রাজা, রাজার পুত্র, আমারও তো মান সম্মান আছে। দেখি যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তত তাড়াতাড়ি এখনকার পাঠ চুকাতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে নদীর কূল দিয়ে মাঝি মাল্লাদের সাথে তাদের কুশলাদী

বিনিময়ে জেনে নেই সুবিধা অসুবিধা, তারপর রাজ প্রাসাদের কাছে আসতে কয়েকজন দাসিবাদিদের নিয়ে মহাপল্লবী একই রাস্তাতে মাঝপথে দুজনেই দুপ্রান্ত হতে দাঁড়িয়ে পরে কিছুক্ষণের জন্য কে কার পথ আগে ছেড়ে দেবে। পুনরায় আবার দুজনে খুবই নিকটে মুখামুখি হতেই মহাপল্লবীর নজর কেড়ে নেয় 'এতো সুদর্শন ছেলে তো এর আগে দেখি নি। এই মানুষটিকে কোথায় যেন দেখেছি। না কোথায় কীভাবে দেখবো।' অন্যদিকে ভদ্রানিত্যর সেই একই মন্তব্য মহাপল্লবী আসলে সুন্দর অপরূপ নারী যেভাবে যে কোনো কিছুর বিনিময়ে আমার করে নিতেই হবে সে চুরি বা ডাকাতি করেই হোক। ভদ্রানিত্যকে মহাপল্লবী দাসিদের মাধ্যমে জানতে চাইছেন যে, 'উনি কি আমাকে কিছু বলবেন নাকি যাবার পথ মুক্ত করে দিবেন।' যথারীতি দাসী একজন এসেই সেই কথা জানলেন ভদ্রানিত্য বলল, 'অবশ্য কেন নয় উনি যেতে চাইলে আমি তো আর উনার পথ বন্ধ করে রাখিনি। এতো বড় পথ আমি তো শুধু এক কোণে এক পাশে দিয়ে চলছি।' মহাপল্লবী এখন নিজেই কাছে এসে, 'বলুন তো আপনি কে।' আমি আমি পাশ হতে আজম বাহাদুর বলতে যাবে কিন্তু ভদ্রানিত্য বাধা দিয়ে 'আমার আগমন, আমি কে।' এখন এই মুহূর্তে প্রথম দেখা সাক্ষাতে নাই বা জানা হলো অবশ্য আমার পরিচয় আপনারও জানার বাদ থাকে না। একটু এগোতে থাকুন সব আস্তে আস্তে জানতে পারবেন। ভদ্রানিত্যের কথার মারপ্যাচে ফেলে দিলো মহাপল্লবীকে। 'ঠিক আছে মশাই বলবেন না যখন তখন এতো ঘোরানোর কি দরকার।' আসলে মহাপল্লবী ভদ্রানিত্যকে এক দেখাতেই নিজের মানুষ হিসেবে পছন্দ করে নিয়েছে। বাকী নিবিড়ভাবে পাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। তবে মহাপল্লবী জানে না ভদ্রানিত্য কেমন চরিত্রের মানুষ। কেন এই নাগার জমিদার বাড়ির কুটিরে আশ্রয় নিয়েছে। কেন নিয়েছে তা যদি মহাপল্লবী জানে তাহলে কি হবে কে জানে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যালোচনা করে দেখা যায় মন্দির হতে এ পর্যন্ত দুইবার ভদ্রানিত্যকে দেখাতে মুগ্ধ, প্রেমে অন্ধ। এখন শুধু ভালোবাসার পথে ফুল ছিটিয়ে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে দুই তরফের মধ্যে সারা পাওয়ার অপেক্ষাতে। একসময় ভদ্রানিত্য হতে বিদায় নিয়ে কুটির থেকেই কমলাকান্ত জমিদার সব অবলোকন করে পরে ভদ্রানিত্যকে হাত দিয়ে ইশারা করে তার জন্য দাঁড়াতে বলে। কিছুক্ষণের মধ্যে ভদ্রনিত্যের নিকট এসে কমলাকান্ত পৌঁছালো। পরে ভদ্রানিত্যকে বললেন, অবশ্য

আজ বিকেলে বন্ধু তোমার কুটিরে যেতুম তবে যখন এখানে দেখা হয়েই গেলো তবে এখানেই কথা সারা যাক।' এর মধ্যে প্রশ্ন করলো, 'হঠাৎ যে মেয়েটির সাথে কথা বললে তুমি কি চেনো তাকে বা আগে কোথাও পরিচয় ছিলো?' 'না' 'দেখা তো দূরে থাক এই মেয়েটিকে এই প্রথম দেখলাম তুমি সত্যি কথা বলছো বন্ধু।' মিথ্যে বলার দরকার আছে তোমার কাছে? এমন না যে তুমি আমাকে চেনো না বা আমি তোমাকে চিনি না জানি না। 'আচ্ছা সরাসরি একটা প্রশ্ন করি তুমি যে মেয়েটিকে দেখলে তোমার-মেয়েটিকে পছন্দ হয়' 'হলেই বা কি আমি কে আমার পরিচয় কি কোথায় আমার বাড়িঘর কি করি।' 'আরে বন্ধু এতো কথা বলছো কেন। সোজাসুজি বলো মেয়েটিকে পছন্দ হয় কি না। হলে বলো, না হলে না করো দাও বন্ধু।'

তোমাকে মিথ্যে বলবো না। অবশ্যই মহাপল্লবী একজন সুন্দরী মেয়ে। কমলাকান্ত বলল, 'আচ্ছা এতোটুকু হলেই চলবে তবে শোন বন্ধু আগামীকাল বিকেলের পর তোমাকে যেন বড় মার কাছে হাজির করি।' ভদ্রনিত্য বলল, 'কেন কেন তবে কি আমাকে গ্রেফতার করবেন।' 'কি জানি তা হতেই পারে আবার নাও হতে পারে। তবে বন্ধু তুমি প্রস্তুত থেকো আমি সিপাহী পাঠালে তুমি চলে এসো।' ভদ্রানিত্য 'মহা একটা বিপদের সম্মুখীন হলাম বুঝি। বন্ধু তুমি অনুমতি দিলে আমি আজ রাতেই তোমার রাজ্য ত্যাগ করি। কি জানি কি হবে আমাকে একা পেয়ে। 'কে বলেছে তুমি একা তোমার সাথে সিপাহী আজম বাহাদুর আছে যদি এতে না হয় তবে তোমার সাথে আমার পুরো সৈন্যবাহিনী দিয়ে দেবো। কমলাকান্ত হেসে ভদ্রানিত্যের পিঠে আঘাত করে চলে যায়। ভদ্রানিত্য কমলাকান্তের পথের দিকে তাকিয়ে থেকে আজম বাহাদুরকে হুকুম করে নিজের কুটিরের দিকে চলে যায়।

মহাপল্লবী আড্ডা দেবার জন্য কমলকান্তের স্ত্রী সাগরিকার কাছে এসেছে। এই রজনীকান্তকে বুকে জড়িয়ে আদর করে পুনর্বায় ধাত্রীমা ফেরত দিলে মহাপল্লবীকে হাত ধরে সাগরিকা তার কক্ষে নিয়ে যায়। 'যেতে যেতে বলে গত রাত্রিতে আপনার সাথে কথা বলে ভালোই লেগেছে।' মহাপল্লবী 'আমারও তাই। তাই কথা বলার জন্য ছুটে এলাম।' আচ্ছা মহাপল্লবী আপনাকে যদি আমার তরফ হতে বন্ধুত্বের হাত বাড়াই তবে কি আপনি আমার হাত স্পর্শ করে বন্ধুত্বের হাত

বাড়িয়ে সাড়া দিবেন।' 'অবশ্যই তাতে বিলম্ব করবো না তবে তার আগে আমার একটা শর্ত আছে।' 'বলুন আমি শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত।' 'আচ্ছা তাহলে প্রথমে আমাকে আপনি হতে তুই বলে সম্বোধন করতে হবে তারপর অন্য কথা।' 'বেশ আমি তোর প্রস্তাবে রাজী।' ওরা দুজনে হেসে উঠলো। তারপর একথা সে কথা আরও কত ধরনের কথা হাসাহাসির পর সাগরিকা জানার আগ্রহে বলল, 'আচ্ছা মহাপল্লবী তুমি লোকটার সাথে পথে কথা বললে তাকে তুমি চিনো না তবে আবার অচেনাও মনে হয় না কেন এমন হলো বৌদি তুই আমাকে বল।' 'আমি তো বলতে পারবো না তবে শুনেছি ঐ লোকটা মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার রাজা ভদ্রাশ্বরের পুত্র ছোট রাজা ভদ্রনিত্য নন্দন।' 'কি বললি, বৌদি আবার বল রাজা ভদ্রানিত্য নন্দন।' তার মানে আমি ঠিকই আন্দাজ করেছি কারণ উনার নাম গীতার মুখে শুনেছি এবং ছবিও দেখেছি। উনার সাথেই তো আমার বিয়ের কথা চলছে।' সাগরিকা বলল, 'তাই তবে তো কথাই নেই বাছাধন ঘাটে নৌকা ভিড়িয়েছে যাবে কোথায় তোমার বজরা নোঙর করা সুদে আসলে উসুল করে নেবো। শুধুমাত্র পালতোলা বাকী। বৌদি তুই থাক আমি আবার সময় হলে এসে দেখা করে যাবো।' সাগরিকা বলল, 'এই তো এলি তবে আবার কেন এতো তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিস?' 'না পিসিমার সাথে কথা আছে। আসি বৌদি তুই ভালো থাক।' বলে দৌড়ে চলে গেলো মহাপল্লবী। যার পথে রজনীকান্তকে আদর করে যায়।

আগামী দুদিন পর গীতা রানী চৌধুরী কলকাতা ছেড়ে মানিকগঞ্জ সাটুরিয়া রাজপ্রাসাদে চলে আসবেন জেনে আজ রাজাশেখর চৌধুরী গীতাকে সারা দুপুর বিকাল সন্ধ্যা রাত্রি পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়াবেন বলে নিতে এসেছেন। গীতাও মা বাবার অনুমতি নিয়ে রাজপ্রাসাদ হতে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে শুধু রাজা শেখর আসা অবধি অপেক্ষা। সময় পার হতে না হতে প্রাসাদের বাইরে গাড়ির হর্ন, গীতা টের পেলো না রাজা শেখর এসে উপস্থিত হয়েছে। গাড়ির শব্দ শুনে ভদ্রাশ্বর ও মা আলকা চৌধুরী হবু জামাইকে রাজপ্রাসাদের দরবার হলে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। রাজা শেখর ভিতরে প্রবেশ করে গীতার মা বাবা উভয়কে পায় হাত রেখে প্রণাম করলেন এবং বসার জন্য গীতার মা বাবা রাজা শেখরকে অনুরোধ জানালে রাজা

শেখর বসেন। তাৎক্ষণিক আগের প্রস্তুতকৃত জল খাবার এনে হাজির। রাজাশেখর এতো খাবার দেখে অবাক। তাছাড়া এই মুহূর্তে এতো খাবার খাওয়াও সম্ভব নয়। মনে মনে আওড়াতে থাকে। 'অলকা চৌধুরী কখন ফিরে না ফিরে তাই বেশি বেশি জলযোগ খেয়ে যাও যাতে তোমাদের চলাফেরা কোনো অসুবিধা না হয়।' 'আরে বাপরে বাপ এসব খেলে তো হাঁটতেই পারবো না মা। ভদ্রাশ্বর যতটুকু পারো খাও তোমার প্রয়োজন অনুসারে আমাদের তরফ হতে বাড়তি কোনো তাগিদ নেই।' যাই হোক যতটুকু পারলো রাজা শেখর তা জলযোগ করে গীতা আসাতে আবার অনুমতি নিয়ে বাহির হয়ে গেলো। যদিও ওরা দুজনেই ডাক্তার কিন্তু ওদের বিচার বিশ্লেষণ এতো চমৎকার এবং শ্রদ্ধাবোধও আরও সেকালের মত কোনো অহংকার নেই, হিংসা নেই ওরা জমিদার রাজা বাদশার ছেলে মেয়ে হলেও ওদের মধ্যে বিন্দুমাত্র বিবেক বুদ্ধি বিবর্জিত নয়।

নাগার রাজকুটিরে বেশ কিছুদিন হয় ভদ্রানিত্য নন্দন অবস্থান করছে। কিন্তু কি কারণে করছে তা প্রকাশ না হলেও শুধু এতটুকু জানে সে বাদশা নাদির শাহ ভদ্রাশ্বরের অনুপস্থিতির কারণে আমাকে সরিয়ে রাজ্য দেখাশোনা করছেন। তাও শুধু জানে একমাত্র বন্ধু কমলকান্ত জমিদার। তবুও রাজা বাদশার সন্তান হয়ে দিনের পর দিন অন্য রাজ্যে অন্য জমিদারের কাছে পড়ে থাকা মোটেই শুভ নয়। কিন্তু কিছু করার নেই অন্য কোনো স্থানে অন্য কোনো রাজা বাদশাদের আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করবো তারও কোনো জো নেই। সে দেখা যাক আমারও কোন না কোন দিন সুযোগ আসবে। সেদিন কমলাকান্ত ও পরিবার বর্গ নিয়ে বেশ কিছু আমার রাজ প্রাসাদে অবস্থান করাবো। এসব কথা ভাবতে ভাবতে রাত্রি ১২টা বেজে উঠলো। অবশ্য বলা দরকার সকল রাজা, বাদশা জমিদারের রাজ প্রাসাদে ঘড়ির সাথে সময় মিলে ঘণ্টা বেজে থাকে। এখানে তার ব্যতিক্রম হয় নাই। যাই হোক ঘণ্টা শব্দ। শেষ হতে না হতে মেঘের গুড়গুড় শব্দ তার সাথে ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো। এমন ঝড় বৃষ্টি মনে হলো কুটির কোথাও উড়ে যাচ্ছে। জানালা খোলার অবস্থা নেই। এর মধ্যে পাশের কক্ষ হতে সিপাহী আজম বাহাদুর এসে ছোট রাজা মশাইয়ের খোঁজ খবর নিয়ে গেলো। ভদ্রানিত্য এক কোণে বসে ভাবছে কেন বড় মা ডাকছে আর মহাপল্লবীর সাথে আমার এভাবে যোগাযোগ হওয়ার হেতু। কি হবে আগামীকাল বিকেলে বড় মার রাজ

প্রাসাদে গেলেই জানা যাবে। অন্যদিকে গতকাল সকালে ভদ্রানিত্যের সাথে দেখা সাক্ষাত হয়েছে সব খুলে বললেন এবং বড় মা মানে মহাপল্লবীর পিসিমা বললেন, 'আমি না বলা অবধি আর ভদ্রানিত্যের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে না। তবে তোমার কোনো ভয় নেই এ ব্যবস্থা সাময়িক এবং আমি তোমার ভালো দিক বিবেচনা করেই কথাটি বলছি।' পল্লবীকে বিদায় করে বড় মা শুয়ে পড়লেন আর গীতা কক্ষে এসে এই ঝড় বৃষ্টির রাতে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে থেকে আকাশের বিদ্যুৎ চমকানী দেখতেছে। কখনও কখনও বজ্রপাত এমনভাবে হচ্ছে যেন কাছে আবার কখনও মনে হয় দূরে কোথাও না কোথাও পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকানোর জন্য কখনও সারা আকাশ আলোয় আলোকিত হচ্ছে আবার কখনও ভুতুরে অন্ধকার রূপ নিচ্ছে। আস্তে আস্তে ঝড় বৃষ্টির দাপট কমে আসতে শুরু হয়েছে হয়তো সকালের মধ্যে পরিষ্কার আকাশের দেখা মিলতে পারে। আবার ঝড় বৃষ্টি হলে নাও দেখা মিলতে পারে। আজ যেন মহাপল্লবী কেমন একটা ছটফট ছটফট ভাবের মধ্যে চলাফেরা করছে। এখন প্রায় মধ্য রাত চোখের কোণে কোনো ঘুমের রেশ নেই। শয়নে স্বপনে শুধু ভদ্রানিত্যের চেহারা ভেসে চোখের ঘুম উধাও করে দিয়েছে। আবার মহাপল্লবী ভাবে কেন ভাবছি কেন বুকটা শূন্যতায় হাহাকার যেন চৈত্র বৈশাখের খরদাহের মত বার বার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করছে। ও আর ভাবতে পারছে না। যদি ভদ্রানিত্যকে এখন কাছে পেতাম তবে জিজ্ঞেস করতাম কেন তুমি আমার নজরে এসে ধরা দিলে? মনে হয় ঝড়বৃষ্টির রাত্রিতে রাজকুটিরে গিয়ে সব ছিঁড়ে সারা দেহ মন রক্তাক্ত করে আসি। হায় একি হলো মনের ভিতর আমি কোনক্রমে নিজেকে সামলে উঠতে পারছি না। এমন সময় মহাপল্লবীকে দেখে সহচরী এসে বলল, 'রাজকুমারী এখানে আপনি? ঘুমান নাই? 'না সহচরী আজ কেন যে আমার ঘুম আসছে না।' 'এতো রাত্রি হয়ে গেছে এখনও জেগে আছেন। হয়তো চোখের কোন বেমার হয়েছে আসুন আপনি শুয়ে পড়ুন আমি আপনার ঘুম এনে দিচ্ছি।' 'আচ্ছা' বলে মহাপল্লবী যথারীতি নিজের বিছানাতে শুয়ে পড়লেন আর সহচরী অনেক চেষ্টার পর মহাপল্লবীকে ঘুম আনিয়ে নিজেও ঐ অবস্থাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রায় সারা রাত ধরে ঝড়বৃষ্টি হবার পর আজ সকালটা যেন অন্যরকম রূপে রূপবতী সেজে ধরা পড়েছে। নির্মল আকাশ একেবারে পরিষ্কার কোথাও কোন ছিটেফোটা মেঘের ছায়া নেই। শুধু পূর্ব বরাবর রংধনু উঠে আবার

আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে যাচ্ছে যেন পৃথিবীটা নতুন করে হাসছে। পাখিদের ঘুম ভাঙানি কলরব পূর্ব হতে সূর্য উঠবে উঠার ভাব দূরের নদীর জল ঢেউ দুলছে যেন রূপালি ছোঁয়া। এর মাঝে লঞ্চ স্টিমার ছোট বড় নৌকা মাঝিরা খড়া পেতে মাছ ধরছে আবার মাঝিমাল্লাদের হাঁকডাক। গৃহ বধূরা কলসি কাঁখে নদীর ঘাটে জল নেওয়াসহ গোসল সেরে ফিরে যাচ্ছে নিজ গৃহে। এর মধ্যে বড় মা মন্দিরে যাওয়ার পথে মহাপল্লবীকে তুলে মন্দিরে নিয়ে যাবে কিন্তু না তা আর হলো না। বড় মা একাই তার পূর্বের ন্যায় বহর অর্থাৎ সহচরীদের নিয়ে চলে গেলেন। ভদ্রানিত্য নন্দন পূর্বের ন্যায় ঘুম ভেঙে দরজা খুলতে পরিচ্ছন্ন আকাশ দেখে খুবই খুশি হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে রাজপ্রাসাদ হতে সকালের ভোজ নিয়ে এসে যথাস্থানে পাইক পেয়াদা রেখে চলে গেছেন।

ভদ্রাশ্বর রাজা মশাই আর মাত্র একটা দিন কলকাতাতে অবস্থানের পর সপরিবারে কলকাতা ত্যাগ করলেন। তাই আজ গীতার শ্বশুরবাড়ি সাক্ষাতের জন্য অলকা রানী চৌধুরী, গীতা প্রস্তুতি নিচ্ছে মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করবেন বলে। গাড়ি বোঝাই অনেক কিছু খাবার ফল ফলাদি এবং উপঢৌকন নিয়ে রওনা হবে। সে এক এলাহী কারবার। রাজা বাদশা জমিদারদের কারবারী আলাদা। যেন রাজ্যটা মাথায় করে নিয়ে যেতে পারলে সকলেই আনন্দিত হবে। যাই হোক এরা সকলে শেখর চৌধুরীর আমন্ত্রণে এসে উপস্থিত এবং মনোরম পরিবেশে লাল গালিচা পেতে ফুলে ফুলে সুসজ্জিত। তার সাথে প্রবেশের মুখে ফুল দিয়ে আগমন বার্তা জানালেন। এখানেই সেই এলাহী কারবার। সকলের মাঝে হাসি খুশির বিদায়ের মধ্য দিয়ে আজকে শেখর চন্দ্র চৌধুরীর পার্বণ সমাপ্তি হলো। হয়তো আগামীতে শেখর চন্দ্র চৌধুরী ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভদ্রাশ্বরের হাতে তুলে দিতে পারে। শেখর চন্দ্র চৌধুরীর নিজস্ব কোনো চাহিদা নেই স্ত্রী গত হবার পর। তার রাজ্যটাও মন্ত্রী উজির নাজির দিয়ে চলছে এবার ভাবছে কলকাতা হতে আর রাজশাহীতে ফিরে যাবেন কি না। জমিদারী সেরেস্তা হতে যা আসবে তাই দিয়ে দিব্যি এখানে চলে যাবে। তাছাড়া ছেলে ডাক্তার তার আয়ও কম নয়। ছোট ভাই হরেশ চন্দ্র চৌধুরী ও তার ছেলে মেয়েরাও সকলেই বড় বড় স্থানে চাকরি করে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ অধ্যক্ষ। কাজেই কোনো কিছু টান নেই শেখর চন্দ্র চৌধুরীর। এর আগে শেখর চন্দ্র চৌধুরী স্ত্রী মারা যাওয়ার পর পর

মনে মনে ভেবেছিলেন যে, সকল জমিদারী, স্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয়, দাতব্যশালা করে স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি সেখানে দান করবেন। কিন্তু আশেপাশের জমিদার রাজা বাদশা প্রজাদের অনুরোধ 'ঐ সকল ব্যবস্থা না করে নিজেই থেকে পরিচালনা করেন এতে আপনার সময়ও কেটে যাবে এবং এই ফাঁকে আপনার ছেলেমেয়ে মানুষের মত মানুষ হয়ে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হবে' নিজের পায়ে দাঁড়াবে এবং তাদের বিয়ে সাদী সম্পূর্ণ হবে। তখন না হয় এখানকার বিশ্বস্ত কোনো লোকের বা প্রজাদের মাঝে ছেড়ে যেখানে মনে চায় চলে যাবেন।' উনাদের এই সকল অনুরোধ আবেদন নিবেদনের আলোকে আজও সেইভাবে চলছে। চলছে স্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয়, মসজিদ, মন্দিরে। সকলের মধ্যে জমিদার অনুপস্থিতিতে ভালোভাবে চলছে। শেখর চন্দ্র চৌধুরী তিন/চার মাস অন্তরান্তর রাজশাহী তার জমিদার স্টেটে যাওয়া আসা করছেন। আবার সুযোগ পেলে হরেশ চন্দ্র চৌধুরী তার ছোট ভাই, ভাতিজারা দেখাশোনা করে আসছেন। এই জমিদারী নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই যে কি পেলাম কি পেলাম না। যতদিন শেখর চন্দ্র চৌধুরী গত না হয় এই পরিবারের সকলের প্রতি মিষ্টি একটা বন্ধন যা অনেক পরিবারের মধ্যে অনুপস্থিতি। সেজন্য রাজা শেখর চৌধুরী ও মহাপল্লবী বাবা কাকা পিসিদের রক্তের কিছু ভদ্রতার আঁচ পেয়েছেন।

ভদ্রানিত্যনন্দন ইতোপূর্বে প্রজা প্রজাদের বৌ ঝিদের উপর অত্যাচার অবিচার অন্যায় করেছে কিন্তু এতে করে কোনো দিন হাত পা বুক কাঁপে নেই। কিন্তু আজ ভালোভাবে জীবন অতিবাহিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ তাতে করে বুক কাঁপছে। সত্যি তাই এ যাবত রাজ প্রাসাদ রাজ্য ছেড়ে এসে কমলাকান্তের জমিদারীর এতো শান্ত এতো ভক্তি শ্রদ্ধার পরিবেশ দেখে অতীতের সকল কিছু ভুলে গিয়ে নতুন ভাবে জীবন পরিচালনার পথে অগ্রসর হচ্ছে, 'তা না হলে কেন জীবন সঙ্গী হিসাবে কাছে এনে আমার মনের দরজায় ঠকঠক করে কড়া নাড়ছে।' যথারীতি সকাল দুপুর গড়িয়ে বিকেলে এসে সময় ছুঁই ছুঁই করেছে ঠিক সে মুহূর্তে প্রহরী এসে উপস্থিত। ভদ্রানিত্যকে কুর্নিশ জানিয়ে কমলাকান্তের আহ্বানে সারা দিয়ে দোতলা হতে সিপাহী আজম বাহাদুরকে সঙ্গে করে রাস্তাতে দাঁড়ানো কমলাকান্তকে নিয়ে বড় মার রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। ভদ্রানিত্য ও কমলাকান্ত প্রবেশের মুখে অনেকেই কুর্নিশ জানালো। অনেক দূর হতে

তাকিয়ে দেখছিলো এই পর্যন্ত কিন্তু কারও মুখে কোনো টু শব্দ করার উপায় নেই বা কেউ কাউকে প্রশ্ন করারও জো নেই। বড় মার রাজ প্রাসাদ নিরব নিস্তব্ধ। এ যেন জমের ঘরে পা রাখার অবস্থা। বড় মা নিজে এসে কমলকান্ত আর ভদ্রানিত্য নন্দনকে অভিবাদন জানিয়ে রাজমহলের দরবার হলে বসালেন। অবশ্য এর আগে কমলাকান্তের স্ত্রী সাগরিকা ছেলে রজনীকান্ত এসে গেছে। হঠাৎ কি কারণে রাজপ্রাসাদে এতো আয়োজন এবং আসার হেতু। একে একে রাজমহলের দরবার হলে এসে যার যার বসার স্থানে চুপচাপ বসে গেলেন। শুধু মহাপল্লবীর প্রবেশ খানিকটা দেরী। কারণ মহাপল্লবী বড় মার হুকুম বা আহ্বানের অপেক্ষায়। এমনি বড় মা যথেষ্ট স্নেহময়ী আন্তরিক নরম মেজাজের তা শুধু ভিতরে কিন্তু বাহিরে এমন অবস্থান তৈরি করে রেখেছেন তার কথার ওজন মাপার মত চৌদ্দ গাঁয়ে লোক জন্ম হয় নাই। অসম্ভব গুরু গাম্ভীর্য এবং নিজেকে প্রকাশভঙ্গি কম। তাছাড়া ছোট ছোট করে কথা বলা তার চলার পদ্ধতিও যেন ছবির মত। এরই মাঝে বড় মা ছোট ছোট করে কথা বলতে শুরু করে দিলেন এবং বললেন যে, 'আজ কেন তোমাদের এই বিকাল সন্ধ্যাতে নিমন্ত্রণ করেছি।' এর মধ্যে ভদ্রানিত্য আর কমলাকান্ত বড় মাকে পায়ে হাত দিয়ে ভক্তি করলেন। আবার যথারীতি স্থানে বসলেন। 'আমি ইতোমধ্যে ভদ্রানিত্যর পরিবার সম্পর্কে অবগত এবং সব জানি।' ভদ্রানিত্যর বুক এমনি সকাল হতে উচু নিচু হচ্ছিলো। 'এর মধ্যে বড় মার মুখে আমার পরিবার সম্পর্কে জানে শুনে আরও যেন হাওয়ায় উঠে রাজপ্রসাদ হতে আকাশ ভেদ করে চলে গেলাম। তবে দেখি শেষ অবধি কি অবস্থানে গিয়ে দাঁড়ায়।' আবার বড় মা বলেন, 'শুনেছি তুমি বাবা অনেক দিন যাবত এখানে আছো তা তোমার কি কোনো সমস্যা হয়েছে? ভদ্রানিত্য বলবে বলে দাঁড়ালে সাথে সাথে পাশে থাকা বন্ধুকমলাকান্ত দাঁড়িয়ে বলল, 'না কিছু হয় নাই, যা হয়েছে রাজা ছোট রাজা মানে বাবা বেটার মধ্যে তা স্বল্প সময়ের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে এই অভিমান। ভদ্রানিত্যকে বিয়ে করার জন্য বলেছিলেন কিন্তু ভদ্রানিত্য এই মুহূর্তে রাজী হয় না। এই আর কি? বড় মা উভয়কে বসিয়ে বললেন, ' ভদ্রানিত্য লজ্জা শরম বাদ দিয়েই বলো? কেন বাবা? তোমার কি পছন্দ আছে?' আবার ভদ্রানিত্য দাঁড়িয়ে বলল, 'যদি আপনি আমাকে অভয় দিন এবং অন্যকিছু মনে না করুন তবে সরাসরি বলতে পারি।' 'হ্যাঁ আমি তোমাকে অভয় দিলাম তুমি নির্বিঘ্নে আমাদের

জানাতে পারো।' রাজ প্রাসাদ একেবারে নিশ্চুপ। কোন হা হু শব্দও নেই; নেই কোনো হাসি তামাশা। ভদ্রানিত্য পুনরায় দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আমার ছোট বোন গীতার কাছে মহাপল্লবীর ছবি দেখেছিলাম। বাবা মা বোন স্থির করেছিলেন তার সাথে আমার বিয়ে দিবেন। সেভাবেই মহাপল্লবীর বাবা শেখর চন্দ্র চৌধুরী এবং তার পরিবার পরিজনের সাথে আলাপ আলোচনাও হয়েছিলো। সেই মোতাবেক আমার কলকাতাতে যাওয়ারও কথা হয়েছিলো। রাগ অভিমান করে আর যাওয়া হয় নাই তার বদলে বন্ধু কলমাকান্তের নিকট আপাতত আশ্রয় গ্রহণ করেছি। হয়তো আজ বাদে কাল এখান হতেও অন্য কোথাও চলে যাওয়ার মনস্থির করেছিলাম কিন্তু পথিমধ্যে মহাপল্লবীকে দেখে আরও জানতে পারলাম যে মহাপল্লবী সেই মহাপল্লবী, শেখর চন্দ্র চৌধুরীর মেয়ে।' সাগরিকা দাঁড়িয়ে বলল, মহাপল্লবীকে দেখে তার অপরূপ সৌন্দর্যে পরাজিত হয়ে পাল না তুলে বজরার নোঙ্গরের খুঁটিটি ভালই ভালই চিরতরের জন্য পুঁতলেন তাই না ভদ্রানিত্য রাজা মশাই। এখন দরবারের সকলে হেসে উঠতেই বড় মা সকলকে নিভৃত করে বলল, 'মহাপল্লবীকে এখানে আনা হোক।' মহাপল্লবী দরবার ঘরে অন্য পাশেই দাঁড়িয়ে সকল কথা শুনছিলো শুধু সাগরিকা টেনে এনে বড় মার এবং তার পাশে বসালেন। 'এখন শোন এতক্ষণ ভদ্রানিত্যের কথা শুনছিলাম এখন মহাপল্লবীর কথা শুনবো, যদি ভদ্রানিত্যের সাথে সম্পর্ক আবদ্ধ হতে না চায় তবে এখানেই ক্ষান্ত এ নিয়ে আর কোনো দ্বিতীয় কথা উচ্চারিত হবে না।' মহাপল্লবী একজন শিক্ষিত বিএ পাস করা মেয়ে। ইতোমধ্যে ভদ্রানিত্য নন্দনকে দেখে মনে মনে দেহমন সঁপে দিয়েছে এখন আর বলার অবশিষ্ট কি আর থাকতে পারে। তবুও সামাজিকতা আগত সকলের চিন্তাধারার ব্যতিক্রম তো হতে পারে। মহাপল্লবী এর মধ্যে মন পরিবর্তন করে ভদ্রানিত্যর উপর হতে সরে যাবে তা কখনও হবার নয়। পৃথিবীতে সব কিছুই চেনা জানা যায় কিন্তু মেয়ের গভীরতা জানতে সাগর মহাসাগর বঙ্গোপসাগরের জল মাপলেও জানা সম্ভব নয়। যাই হোক মহাপল্লবীর ক্ষেত্রে তা ঘটার সম্ভাবনা নেই। এবার কমলকান্ত ভদ্রানিত্যের পক্ষ নিয়ে বলল, 'বড় মা এতোক্ষণ তো আমার বন্ধুর মতামত প্রকাশ করলেন এখন আমরা জানতে চাই মহাপল্লবীর মুখ হতে তার পছন্দ অপছন্দের কথা।' মহাপল্লবী একজন চিন্তাশীল মেয়ে কমলকান্তের কথায় সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটু ক্ষণ পরে আমার

পিসিমণি যা বলবে এবং তিনি যে মত দিবেন তারই কথা শিরোধার্য। ভদ্রানিত্য আর মহাপল্লবীর মধ্যে ঘনঘন দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে এবং চোখে মুখে নানা ইঙ্গিত প্রকাশ পাচ্ছে। বড় মা মহাপল্লবীর কথায় একটু ভেবে বলল, ঠিক আছে পুনরায় এ বিষয়ে ভোগ ভোজনের মধ্য দিয়ে আলাপ আলোচনা হবে।' বড় মা উঠে ভিতরে প্রবেশ করলেন আর এই ফাঁকে মহাপল্লবীকে খোলা আকাশের নিচে দুজনে মানে ভদ্রানিত্যসহ এলো। এই প্রথম সাগরিকা কোন পর পুরুষের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো এতে স্বামী কমলাকান্ত বাধা না দিয়ে উপরন্তু স্ত্রীর সহিত বন্ধুকে সহযোগিতা করলো। ভদ্রানিত্য সেই আগের ন্যায় যে মেয়েদেরকে একা পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সম্ভ্রম কেড়ে নিবে কয়েকদিন আগে হলেও হয় তো সম্ভব হতো। এখন অনেক ধৈর্যশীল আগের মতো চোখে মুখে লোলুপ দৃষ্টি নেই, নেই কোনো দেহের লালসা মিটানোর জন্য চাহিদা। আসলে ভদ্রানিত্য এখন একজন অন্য রকম মানুষ। তা সম্ভব হয়েছে বন্ধু কমলাকান্তকে দেখে এবং এই অঞ্চলের পরিবেশের সহিত মিশে। কমলাকান্ত আর সাগরিকা ওরা দুজনে ছাদের আচ্ছাদনে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ায় এবং মহাপল্লবী আর ভদ্রানিত্য খুবই নিকটে এসে দাঁড়ালো ভদ্রানিত্য গত রাতে ঝড় বৃষ্টির পর আজ এখনকার রাতে আকাশ তারায় তারায় লুকোচুরি খেলছে। কি নির্মল উষ্ণ মৃদু মৃদু হাওয়া মাঝে মাঝে এসে গা শিউরে উঠছে এই রাত মনে হয় কতদিন পর আমার জীবনে নতুন রূপে নতুন ভাবে দোলা দিচ্ছে যা সম্ভব হয়েছে মহাপল্লবীর কারণে। তা না হলে এই খোলা আকাশ হয়তো আমার জীবনে কোনোদিন নাও আসতে পারতো। আস্তে আস্তে মহাপল্লবীর কাছে এসে নিজের গলা হতে রাজচিহ্ন চেইন পরিয়ে বলল, 'কোনো ভনিতা রাখলাম না মনে হয় আমার দেওয়া চিহ্ন তোমার নিকট গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।' মহাপল্লবী হেসে বলে, 'তুমি তো আমাকে দিলে কিন্তু আমি তোমাকে কি দিয়ে আমার কাছের করে নিতে পারবো।' ভদ্রানিত্য বলল, 'তোমার কিছু দিতে হবে না শুধু তুমি আমাকে সারাজীবন তোমার পাশে রাখলেই হবে। তোমাকে দুএকদিনের পরিচয়ে এতো কাছে এতো আপন কেন মনে হলো।' ভদ্রানিত্য বলল, হয়তো বিধাতার কোন ইচ্ছা ছিলো এই সুদূর নাগাতে এসে মিলিত হওয়ার তাই হয়তো আমিও এসেছি তুমিও এলে। হঠাৎ পল্লবী আকাশের দিকে তাকিয়ে, 'দেখ দেখ একটি তারা ছুটে আরেকটি তারার

সাথে সম্পৃক্ত হলো। হয়তো তোমার আমার বন্ধন ঐ আকাশের তারার মতো। মহাপল্লবী ভদ্রানিত্যের হাত ধরে নিজের আঙ্গুল হতে একটা আংটি খুলে বলে, 'এই আমার চিরবন্ধনের নিদর্শন হিসাবে তোমার অনামিকাতে পরিয়ে দিলাম। বল তোমার আমার সারাজীবনের বন্ধনে আবদ্ধ হতে তুমি তো কোনোদিন কখনো আঘাতে কষ্টে আমাকে একা ফেলে চলে যাবে না।' ভদ্রানিত্য বলল, দেখ মহাপল্লবী এই তোমার মাথায় হাত রেখে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমি তোমার হাত কখনও ছাড়বো না।' আস্তে আস্তে মহাপল্লবী খোলা আকাশকে সাক্ষী রেখে ভদ্রানিত্যের বুকের সাথে বুক মিশিয়ে দুজন দুজনকে জড়িয়ে একাকার হয়ে গেলো। ইত্যবসরে সাগরিকা এসে 'ইস সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে একেবারে এক লাফে বুকে ননদিনী। এখন আসুন আর এখানে প্রেমের ইতিহাস সৃষ্টি করতে হবে না। সামনে অনেক সময় পাবেন বড় মা ডেকেছেন।' মহাপল্লবী দৌড়ে ভদ্রানিত্য হতে পালিয়ে গেলো এবং পিছনে পিছনে সাগরিকা আর ভদ্রানিত্য হাসতে হাসতে ছাদের আচ্ছাদন হতে নিচে নেমে এলো। ভদ্রানিত্য যথাস্থানে কমলাকান্তের পাশের কেদারাতে বসলেন। বড় মা সাগরিকা এবং মহাপল্লবী এসে বসলেন। বড় মা বললেন, 'ইতোমধ্যে সাগরিকা হতে সবই শুনেছি জেনেছি তোমাদের উভয়ের যখন মত তখন আমার মত। যেহেতু উভয়ের অভিভাবক এখানে অনুপস্থিত এবং বর্তমানে ওদের উভয় পক্ষের কাউকেই আনা সম্ভবপর হচ্ছে না সেহেতু কমলাকান্ত ভদ্রানিত্যের অভিভাবক' আর আমি নিজেই মহাপল্লবীর অভিভাবকের দায়িত্ব আপাতত পালন করবো। তারপর পরের সিদ্ধান্ত পরে হবে।' 'এখানে আমার একটা কথা আছে বড় মা আমি আমার স্ত্রীকে সসম্মানে আমার রাজ্যে নিয়ে গিয়ে ধুমধাম করে বিয়ের পর্ব সম্পন্ন করতে চাই। যদি এর আগে মনে করেন আমার আর মহাপল্লবীর প্রাথমিক রেজিস্ট্রার ভুক্ত করে যে সকল কার্যসম্পাদনের প্রয়োজন তা হয়তো সম্পন্ন করে রাখতে পারেন। আর বাকী আনুষ্ঠানিক আচার অনুষ্ঠান সাটুরিয়াতে হবে আমার বাবা মা বোন আপনারা এবং মহাপল্লবীর বাবা ভাই আর যারা উপস্থিত হতে পারবেন।' 'হ্যাঁ তাহলে মন্দ হয় না। তাহলে সে কথাই রইলো আগামী পরশু দিনক্ষণ পঞ্জিকা অনুযায়ী রাত্রি ১২টা তিন মিনিট তিথি যোগ শুভ তাই ঐ রাত্রিতে এই আচার অনুষ্ঠান হবে সেমতে তোমার যাকে যাকে বলার বলবে কেমন?'

কমলাকান্ত বলল, 'জ্বি আজ্ঞে বড় মা। দেখো কোন প্রকার ত্রুটি যেন না থাকে আমার ভাইয়ের মেয়ের ব্যাপারে। তাহলে তারা জানলে লজ্জার কোনো শেষ থাকবে না। সাগরিকা তোমাকে মহাপল্লবীর ব্যাপারে সকল দায়িত্ব দিলাম কেমন?' 'জ্বি আচ্ছা আমি আপনার মনের মত আগামী পরশু রাজার গৃহিণী হিসাবে রাঙিয়ে দেবো।'

মনোরম সুন্দর সাবলীল পরিবেশে রাত্রি ১২টা তিন মিনিটে প্রাথমিক আনুষ্ঠানিক বিয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন হলো এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমলাকান্ত জমিদার ঘাট হতে মানিকগঞ্জ সাটুরিযার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সকল প্রস্তুতি। সিপাই আজম বাহাদুরকে নির্দেশ দিলেন এবং সেই মতে মহাপল্লবীকে নিয়ে বড় মা কমলাকান্ত সাগরিকা হতে বিদায় নিয়ে যেতে উদ্যত তখন মহাপল্লবী সাগরিকাকে বললেন, 'তোর স্বামী যেমন ভদ্রানিত্যের বন্ধু তুই আমার বান্ধবী বৌদি মনি অবশ্য কিন্তু তোর কথামত সাটুরিয়া প্রাসাদে উপস্থিত থাকতে হবে। এই কথার যেন ব্যতয় না ঘটে। পাশে পুরোহিত মশাইকে আদাব জানিয়ে মহাপল্লবী আমন্ত্রণ জানালেন তাদের শেষ ঠিকানাতে। বড় মার হতে বিদায় নিয়ে ভদ্রানিত্য আর মহাপল্লবী বজরাতে উঠে পড়তেই আবার জমিদার বাড়ির নদীর ঘাট ত্যাগ করলেন। ঘাটে হ্যাজাক, লণ্ঠন আর তেলের লাঠিতে আলোয় আলোকিত সে এক অপূর্ব দৃশ্য। উপস্থিত লোকে লোকারণ্য মন্ত্রী সেনাপতি সিপাহী পাইক পিয়াদা হতে শুরু করে অনেকেই বিদায় দিয়ে যার যার গন্তব্যের পথে ফিরে গেলেন। বড় মার হাত ধরে সাগরিকা নিয়ে চলে এলেন রাজ প্রাসাদে। বড় মার যে বয়স দেখে বুঝা যায় না এখনও যৌবন বয়সের চলা ফেরার মতো। পাল (বাদাম) উপরে উঠিয়ে বাতাস মুখী করে ধরতে ছুটে চলছে বজরা মাঝে মধ্যে দুএকটা বড় বড় ঢেউ জোরে জোরে আঘাত হানছে বজরাতে কিন্তু মাঝি মাল্লাদের তা নিয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই। তবু ফিরতে হবে। কত দিন পর নিজ ঠিকানায় নিজ রাজ্যে ফিরছে। সবার মুখে ক্লান্তির ছাপ দূর হয়ে আনন্দের চেহারাতে পুলকিত আজ। ভোরের সূর্যটা উদিত হয়েছে যে অন্যরকম ভাবে। যেন নদীর ঢেউ রুপালি ঝলমলে, মাঝে মাঝে দুই ধারে সাদা বকের সারি মাছ ধরার জন্য কচুরিপানায় ভেসে যাওয়ার মধ্যে এদিক হতে অন্য দিকে উড়ে উড়ে নড়ে চড়ে বসছে। এ দৃশ্য মনে ধরে রাখার মতো। এই মুহূর্তে কবি রজনীকান্ত সেনের জন্মস্থান ভাঙা বাড়ি আশেপাশে

দক্ষিণারঞ্জন বসু ঘাটাবাড়ির ভিতর দিয়ে আর একটি ছোট নদী আঠারোদা হয়ে যমুনা নদী পার এপার হতে ঢেউয়ের তালে তালে তাল রেখে গোবিন্দাসীতে পৌঁছালে মাঝিমাল্লাকে সিপাহী আজম বাহাদুর নির্দেশ দিলেন, এখানে অল্পক্ষণের জন্য জলযোগ হবে সেইভাবে নোঙর করার ব্যবস্থা করো। ভদ্রানিত্য নন্দন বজরা হতে বেরিয়ে এসে বাহিরে অবস্থান করলেন এবং অন্য কক্ষ হতে সহচরীসহ মহাপল্লবী এসে বলল, 'আর কতক্ষণ তোমাদের রাজপ্রাসাদে যেতে সময় লাগবে।' কারণ এই পথ এই নদী মহাপল্লবীর তার জন্মলগ্ন হতে অদ্যাবধি কোনো দিন ভ্রমণ বা আসা যাওয়া হয়নি। এই ফাঁকে ভদ্রানিত্য বলল, 'কেন মহাপল্লবী তোমার বুঝি খারাপ লাগছে।' 'আরে না না আমার তো বেশ ভালোই লাগছে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে।' যেহেতু রাজা বাদশা জমিদারের কন্যা তাই তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কারণ প্রায় প্রায় রাজশাহী পদ্মা নদী পার হয়ে কলকাতাতে যেতে হয়। তাই নদী দেখে মহাপল্লবীর সে ধরনের উৎকণ্ঠা বা ভাবাবেগ নেই মনে। তবে এখানে নোঙর করছে যে এই দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে ওদের বিশ্রামের প্রয়োজন। তাছাড়া ওদের মধ্যাহ্ন জলযোগ হবে তারই আয়োজনের জন্য নদীর পারের কূলে রান্না বান্না করার জন্য গিয়েছে। যখন ভদ্রানিত্য আর মহাপল্লবী কথা বলছিলো তখন সহচরীকে সরে যেতে ইঙ্গিত করলেন আজম বাহাদুর। ওরা দুজনে বজরা হতে নেমে গ্রামের ভেতর প্রবেশ করে দু'একজন গৃহস্থালী গৃহকর্তাদের সহিত আলাপে ব্যস্ত। অন্যদিকে মহাপল্লবী কাছে এসে বসার জন্য ইঙ্গিত করতেই। মহাপল্লবী ভদ্রানিত্যের পাশে হয়ে বসে তবু একটু দূরত্ব রেখে। কারণ এখন এদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা রয়ে গেছে বিবাহ আবদ্ধে। আচ্ছা মহাপল্লবী তোমার আমার জীবন সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য রয়ে গেছে। যদি আমাদের রাজ্যে গিয়ে তা শোনো তবে তুমি হয়তো আমাকে ত্যাগ করে চলে আসতেও পার। তাই তোমার সে সব কথা জীবন কাহিনি জানা প্রয়োজন। তোমার লোক প্রজাদের মুখে শোনার আগে আমার মুখে জেনে নেওয়া ভালো।' 'তবে শোনো' মহাপল্লবী ভদ্রানিত্যের মুখে হাত দিয়ে মুখ চেপে বন্ধ করে দিয়ে বলে আমি তোমার সম্পর্কে সব জেনে নিয়েছি। তুমি আর কি বলবে। তুমি বলবে তুমি লম্পট, চরিত্রহীন, অত্যাচারী, নারী লালসায় মুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'তুমি এত কথা জানলে কি করে?' সিপাহী আজম বাহাদুর আমাকে সব জানিয়েছে। এতো শত কিছু জেনেও তুমি? 'হ্যাঁ আমি সব জেনেই তোমার সাথে জীবনের সঙ্গী হতে চেয়েছি। সবাই তো ভালো লোক নিয়ে খেতে পারে, চলতে পারে আমি না হয় মন্দ লোক নিয়ে জীবনের শেষ সময় পার করলাম। আসলে কি জানো তোমার মত এই বয়স একটি চরিত্রের কথা বই-পুস্তকে পড়েছিলাম এবং সেই শিক্ষা হতে আমারও ইচ্ছা দেখি চেষ্টা করে মন্দ মানুষের পাশে থেকে তাকে সুন্দর জীবন দেওয়া যায় কি না। তাছাড়া আর এতদিনে তোমাকে যা দেখেছি তাতে তোমার ভিতর এখনো মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে শেষ হয় নাই। আজম বাহাদুর আরও বলেছে ছোট রাজা মশাই আমাকে নাকি দেখার পর মন্দিরে গিয়ে শপথ করে এসেছেন মৃত্যুর আসা অবধি নিজে নাকি আর অসৎ কাজে লিপ্ত হবে না। সেই বিশ্বাসে আমারও তোমার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেছে যে মানুষটি মন্দিরে গিয়ে তার ভালো হওয়ার জন্য মনের আবেদন নিবেদন প্রার্থনা জানিয়ে ক্ষমা চাইতে পারে। সে আর যাই করুন সে ভালো পথে হাঁটবেই।' ভদ্রানিত্য মহাপল্লবীর মাথায় হাত রেখে বলে, 'যেহেতু তুমি আমার বিষয়ে সকল কিছু জেনে আমাকে বিবাহে মত দিয়েছো। তখন আমি কথা দিলাম আমার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে আমার কথা রক্ষা করবো। তোমার সম্মান বাবা-মার সম্মান বোনের সম্মানের কথা ভেবে আর শেষ রক্ত বিন্দুর বিনিময়ে আমার প্রতিশ্রুতি পালন করবো এ আমার প্রতিজ্ঞা।' মহাপল্লবী বলল, 'হয়েছে আবার কোনো সুন্দরীকে পেয়ে আমাকে ভুলে যাবে।' ভদ্রানিত্য বলল, 'হয়তো একদিন খারাপ পথে চলছিলাম কিন্তু আজ তোমাকে কথা দিয়েছি চিরদিনের জন্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। দেখো ওরা মধ্যাহ্ন ভোজ নিয়ে এদিকে আসছে। আমি ভিতরে গেলাম।' মাঝি মাল্লা পাইক পিয়াদা প্রহরীগণ গাছের ছায়াতলে যেখানে রন্ধন কার্য সমাপ্ত করে সেখানে গোল করে বসে আহারাদী করে নিলো এবং সিপাহী আজম, সহচরী, ভদ্রানিত্য ও মহাপল্লবী বজরাতে বসে আহারাদী করে নিলো। মনে হলো ওরা অনেকদিন পর এমন ঘ্রাণযুক্ত টাটকা মাছের ঝোল, ডাল বিভিন্ন তরকারী মিশ্রিত সম্ভারযুক্ত নিরামিশ, চিকন চালের ভাত সে এক সুস্বাদে ভরপুর খাবার খাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া শেষে আবার সামান্যতম বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় গত্যন্তর স্থলে পৌঁছানোর চেষ্টায় বজরার পাল উঠিয়ে গোবিন্দাসী ঘাটের পার হতে রওনা হলো। এই ভদ্রবাড়ির ভাঙা জানালা

যে উদ্দেশ্যে লেখা তা হলো সাটুরিয়া ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন স্বনামধন্য এলাকা যা গোমতি নদীর তীরবর্তী জায়গাতে রয়েছে। অনেক বড় বড় নিদর্শন এই এলাকার পাশ দিয়ে আরও বড় বড় নদী যেমন ধলেশ্বরী গাজিখালি বয়ে গেছে। এখানে জনৈক গোবিন্দরাম সাহা নামক রাজা ছিলো। তিনি যে রাজপ্রাসাদ তৈরি করেছেন তা মনোমুগ্ধকর তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাছাড়া আরও যে নাম করা লোকের বসবাস এবং অনেক রাজা বাদশা জমিদারের কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন এলাকাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেমন বালিয়াটি করাইদ ধানকোড়া, ফকুবাচাটি, হরগজ, ঘিউর এখানে উপর গণভবন দিঘা পতিয়া রাজবাড়ি, তাজহাট জমিদার বাড়ি, তেওতা জমিদারবাড়ি, আরও নাম না জানা অনেকেরই বাসস্থান স্বনামধন্য লোকজনের একত্রে বসবাস ছিলো। যে কারণে এই লেখার মধ্যে লিপিবদ্ধ করে উল্লেখযোগ্য স্থানের কথা অত্র বর্ণনার মাধ্যমে বলা হলো তার কারণ লেখাটাকে ঐ সকল জমিদার রাজা বাদশাহের নামে পরিবর্তন করে সুন্দর মাধুর্যের আঙ্গিকে রঙ তুলি মিশিয়ে পাঠ উপযোগী করা। কারণ আসলের কোনো ছায়া নেই। সবই কল্পনার উপর সুন্দর সুন্দর নাম ব্যবহার করে পাঠক সমাজে উপস্থাপন করা হলো।

ভদ্রাশ্বর তার পরিবার পরিজন নিয়ে তার রাজ্যে পৌঁছান এবং বাদশা নাদির শাহ তার সেনা প্রধানের মাধ্যমে তার বন্ধুর প্রতি দাায়িত্ব ভার বুঝিয়ে যুক্ত হলেন এবং ভদ্রাশ্বর বন্ধুর প্রতি খুবই খুশি। সেনাপতির মাধ্যমে বন্ধুর প্রতি সম্পৃক্ততা জানিয়ে একখানা পত্র লিখে দিলেন। নাদির শাহর কয়েক মাসের শাসনামলে প্রজারাও ছিলো অত্যন্ত আনন্দে সেই কথা রাজা ভদ্রাশ্বরকে রাজ্যের সকলেই অবগত করেন। ভদ্রাশ্বর এবং তার পরিবার পরিজন রাজ্যে ফিরার কারণে দূরদূরান্ত হতে অনেক প্রজারা নানা প্রকার উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত। কেউ ধামা ভরে নানা জাতের খাদ্য, তরকারি, ফল কেউ বড় বড় কলার ছড়া সে এক এলাহী কারবার। ভদ্রাশ্বরের স্ত্রী অলকা রানী চৌধুরীর এখনো তার এলাকাতে প্রজাদের মধ্যে সুনাম বিদ্যমান বিধায় রানী মাকে ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি। সারা সাটুরিয়াতে মহা আনন্দের আমেজ তার মধ্যে প্রজাদের মাঝে বা বড় বড় জমিদার বাদশা রাজ্যের কর্ণে পৌঁছে গেছে সাটুরিয়ার রাজ্যের ভদ্রাশ্বরের কন্যা বিবাহ অনুষ্ঠান হবে এই রাজ

প্রাসাদে। তাই অনেক দিন পর এই প্রাপ্তিতার কারণে চঞ্চলতা লোকদের মধ্যে বিরাজমান। এই রাজ্যের কে কি করবে গীতা রানীর বিয়েতে সকলে মিলেমিশে ছক সাজিয়ে রাখছে। ভদ্রাশ্বর, অলকা রানী, গীতা এদের রাজ্যে এতদিন পর এত আনন্দ উৎসব দেখে তারা মন করছে মহা স্বর্গে নতুন করে রাজ্যে বসবাস করার মত প্রজা এবং সেই সাথে স্থান খুঁজে পেলেন। তবে একটাই আফসোস ছেলেটি নেই। লোক মারফত ইতোমধ্যে বহু জায়গাতে খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো সন্ধান মিলে নাই। বেঁচে আছে কি নেই তাও কোনো ক্রমে জানা আজও হয়নি। আমার বন্ধু নাদির শাহ তার লোক দ্বারা ভদ্রানিত্যের অবস্থান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছে তাও কোনো খোঁজ খবর পাওয়া সম্ভব হয় নি। সেই নাদিরশাহ আমাকে আমি কলকাতাতে অবস্থান করার সময় পত্রদ্বারা জানিয়ে ছিলেন। ভদ্রানিত্যকে তো আর ওরা কেউ মেরেও ফেলতো না কেটেও ফেলতো না। শুধু ভয় দেখিয়ে কয়েক দিনের জন্য গৃহবন্দি করে রেখে কলকাতাতে পাঠিয়ে দিতেন। যাক হয়তো বেঁচে থাকলে অবশ্যই এই রাজপ্রাসাদে একদিন না একদিন ফিরতে হবেই। এসময় মহাপল্লবীর যদি কোথাও বিয়ে হয়ে যায় তবে মেয়েটি হাত ছাড়া হবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভদ্রানিত্যকে পুনরায় খুঁজে বাহির করার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। যাতে করে গীতা রানীর বিয়েতে হাজির থাকতে পারে। ছেলে সন্তান যতই খারাপ হোক তাদের শাসন করে পথে আনা বাবা-মার একান্ত কর্তব্য। আসলে ভদ্রানিত্যকে রাজ্যভার দেওয়াটাই বোকামী হয়েছিলো। তাকে আরও পরে রাজ্য শাসনভার অর্পণ করার দরকার ছিলো। ছলক ছলক শব্দে মাঝি মাল্লারা নদীর কূল ঘেঁষে কয়েকটি গ্রাম ফয়েজপুর, নিশ্চিন্তপুর নাগরপুর দপ্তিয়র পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলো গোমতি তীর ঘেঁষা সাটুরিয়ার রাজবাড়ির নদী পথে চলাচলের ঘাটে। যে পথ দিয়ে ইতোমধ্যে পলায়ন করেছিলো ভদ্রানিত্যনন্দন, দাদা ঠাকুর রাজা ভদ্রাবর্মণ। তাকে প্রজারা নদীতে ডুবিয়ে মেরেছে আজ আবার ভদ্রানিত্য সেই ঘাটে কয়েক মাস পর বজরা ভিড়ালেন তাও আবার ভাবী স্ত্রীকে নিয়ে মানে মহাপল্লবী চৌধুরীকে সঙ্গে করে। রাত্রি ১২টার ঘণ্টা রাজা বাড়ি হতে বেজে উঠলো। এই মুহূর্তে বজরা হতে নেমে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে নেয়। ভদ্রানিত্য সিপাই আজম বাহাদুরকে হুকুম দিলো যে আমি মাঝি মাল্লা পাইক পিয়াদা নিয়ে এই বজরাতে অবস্থান করবো। আর আজম যাবে

মহাপল্লবী ও সহচরীকে নিয়ে জানালা ভেঙে পৌঁছে দেবে আমার কক্ষে। তারপর ঘোড়াশালাতে গিয়ে আমার ঘোড়া নিয়ে আসবে সে তোমার কৌশলে। যখন সুবহে সাদেকের ঘণ্টা বাজবে তখন আমি গাঁয়ে গিয়ে ৬/৭ জন ছেলে মেয়ে ধরে বাইজি মহলে নিয়ে রেখে আসবো। যখন চতুর দিকে জানাজানি হবে মানুষের বা প্রজাদের ভিতরে চিৎকার চেঁচামেচি হইহল্লা শুরু হয়ে যাবে। অবশ্য রাজা মশাইয়ের বা তার পরিবারের সকলের ঘুম ভেঙে যাবে। এর পরের কাজ মহাপল্লবী। কি মহাপল্লবী তুমি তোমার নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবে পরিস্থিতিকে? সব তোমার মোকাবেলায় আর উপস্থিত বুদ্ধিতে আমার প্রাণ বেঁচে যাবে। নচেৎ রাজা মশাই মানে বাবা আমাকে আগের বার ক্ষমা করেছেন এবার কিন্তু ক্ষমা করবেন না একদম। 'দেখ তোমার হাত ধরে কোথা হতে কোথায় এসেছি যদি সাহসী না হতাম তবে কোনোদিন তোমাদের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত আসতে পারতাম না। তুমি তোমার কাজ করো আর আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে দাও। তবে আমি বলে সিপাহী আজম বাহাদুরের সাথে মহাপল্লবী ও সহচারীকে নিয়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে দুই ধারে জঙ্গলের পথ পাড়ি দিতে দিতে জানালো পৌঁছে গেলো। তবে সাধারণত এই পথে কোনো প্রহরী থাকে না যদি কখনো আসে তা দেখে দেখে পথচারীর মতো চলে যায়। তাও সারা রাত্রিতে এক বড় জোর দুই বার। আর এখন যেহেতু ঘণ্টা পড়ে গেছে তাই প্রহরীদের আসতে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে। এই ফাঁকে বাকী কাজ সারতে হবে আজমের। আজমের এই রাজপ্রাসাদের কোথায় কি আছে কোন পথ নিরাপদ সব জানা। কারণ এই রাজপ্রাসাদে রাজার সাথে জন্মলগ্ন হতে আছে কারণ এর আগে আজমের বাবা বাহাদুর খায়েশ ছিলো সিপাহীদের সর্দার কিন্তু হঠাৎ জলদস্যুর হাতে নিহত হয় সে অনেক কথা। এখন মহাপল্লবীকে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া একমাত্র কাজ সিপাহী আজম বাহাদুরের। যা ভাবছিলাম তাই। ভাঙা জানালাকে পুনরায় মেরামত করেছে আজম শব্দবিহীন ভাবে জানালা ভেঙে ফেলে। আর কালবিলম্ব না করে মহাপল্লবী ও সহচারী ভদ্রানিত্যের কক্ষে দিয়ে বললেন, 'ছোট রানী বৌদিমনি আপনি কোন প্রকার ভয় পাবেন না। 'এখন এই রাজ্য রাজপ্রাসাদ আপনার একমাত্র অধিকার। আমি ছোট রাজা মশাই-এর ঘোড়া পৌঁছে আবার আসছি।'

'ঠিক আছে সাবধানে যেও দাদা। দাদা তুমি যা আমাদের জন্য করলে তা ভুলবার মত নয়।'

'জ্বি আজ্ঞে, এ আমার কর্তব্য যার নুন খেয়েছি তার জন্য আমি হাসতে হাসতে জীবনও দিয়ে দিতে পারি। আপনি আমার ছোট রাজা মশাইয়ের বৌরানী, আর আমার কথায় রাজী হয়ে এই বাড়ির বৌরানী হয়ে এসেছেন। তাই এই রাজ্যে আপনাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। আমি আসি।' 'এসো দাদা' বেশ, আবার প্রত্যূষে সাক্ষাৎ হবে। মহাপল্লবী ততটা সহজ সরল স্বামীকে পুনরায় ইজ্জতের হাত হতে পাশে থাকার অঙ্গিকারে সারা রাত্রি জেগে কাটিয়ে দিলেন সাথে সহচারী। আজম বাহাদুর ঘোড়া ছেড়ে কানে কানে বলেছিলো 'তোর মনিব ঘাটের পার তোর জন্য অপেক্ষা করছে।' রাজদূত ঘোড়া মনিবের কথা শুনে কাল অপেক্ষা না করে ছুটে গেলো। প্রহরীরা ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে ঘোড়া শালাতে দেখতে এসে দেখতে পায় ছোট রাজার ঘোড়া রাজদূত নেই। প্রহরীদের মধ্যে কানাঘোষা হতে আজম বাহাদুর এক প্রহরীর মুখ চেপে ধরে বলে, 'সাবধান এখানে যা হয়েছে তোমরা ব্যতিত যেন কেউ না জানে। ছোট রাজা মশাই এসেছেন এবং তার ঘোড়া তার কাছে চলে গেছে যদি জানাজানি হয় তবে তোদের সকলের গর্দান যাবে।' 'সকলে বলে ঠিক আছে।' ভদ্রানিত্য নন্দনের নিকট তার ঘোড়া রাজদূত পৌঁছে গেলো। তখন মনিবকে দেখে কত প্রকার খেলা করলো। ভদ্রানিত্য রাজদূতকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই আমাকে ছাড়া কেমন ছিলি' মাথা নেড়ে জানালো 'ভালো ছিলাম না।' 'আর আমাকে দেখার পর? আবার মাথা নেড়ে 'ভালো'। 'তবে চল যেখানে যেতে বলি সেই পথে চল।' ভদ্রানিত্য ঘোড়াতে চেপে বসতেই উল্কার বেগে ছোটছুটি করতে শুরু করে দিলো। এরমধ্যে বিভিন্ন স্থান হতে প্রজাদের ঘরের খিড়কি দরজা ভেঙে সুন্দরী সুন্দরী নারীদের ধরে এনে বাইজীমহলে রাখতে লাগলো। এইভাবে ৮/১০ জন তরুণীদের তুলে আনতেই রাজ্যের চারপার্শ্বে হই হল্লা শুরু হয়ে গেলো। সে এক এলাহী কারখানা। কেউ বলছে বাঁচাও কেউ বলছে মরে গেলাম। কেউ বলে ডাকাত প্রবেশ করেছে। এইভাবে শান্ত রাজ্য অশান্তিতে পরিণত হলো। এই একটু আগেও মনে হয় সাটুরিয়া রাজপ্রাসাদ খুশি ছিলো নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে হঠাৎ কেন এই চিৎকার হুলস্থুল রাজ প্রাসাদ। রাজ প্রাসাদের বাহিরে দৌড়াদৌড়ি। মহাপল্লবী সব

অবলোকন করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে। মাঝে মধ্যে বাহিরে এসে রাজা মশাইয়ের কক্ষের দরজা খোলার শব্দ আসছে কি না। অন্যদিকে কয়েকজন প্রহরী নিয়ে আজম ছোট রাজা মশাইয়ের গতি বিধির উপর নজর রাখছে। ভদ্রানিত্য সর্বশেষ একজন তরুণীকে এনে সকলের সামনে বলল, 'দেখ বোন আমি আর সেই আগের ভদ্রানিত্য রাজা নই।' আমি তোমাদের কোনো প্রকার ক্ষতি বা ইজ্জত নষ্ট করবো না। শুধু খানিকক্ষণের জন্য বন্দি থাকবে যখন প্রহরী আসবে তার সাথে রাজ দরবারে গিয়ে তোমাদের যা মনে চায় তাই বলবে।'

'ঠিক আছে ছোট রাজা মশাই।' সকলে এসে পায়ে পরে প্রণাম করল প্রহরীকে ডেকে দেখ ওদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। ভদ্রানিত্য চলে আসে। এ আবার কেন ধরে এনেছে আবার ক্ষতি যাতে না হয় সে কথাও বলছে। এদিকে তুমুল হই হল্লা চিৎকার চেঁচামেচিতে রাজা ভদ্রাশ্বর অলকারানী গীতার ঘুম ভেঙে গেল। 'সকলেই বারান্দায় এসে প্রহরীদের জিজ্ঞেস করে আমার রাজ্যে কি হয়েছে এতো চেঁচামেচি হুই হল্লা কেন। কেন কান্নার আওয়াজ? জবাবে মন্ত্রী, সেনাপতি, উজির নাজির পাইক পিয়াদা হাজির হয়ে বলে, রাজা মশাই আপনার পুত্র ভদ্রানিত্য এই অঞ্চলে প্রতিটি ঘরে ঢুকে যুবতি বৌঝি মেয়েদের ধরে এনে বাইজী মহলে নিচ্ছে কথা না শুনলে তরবারি দিয়ে চাবুক দিয়ে প্রহার করছে।' রাজা মশাই আর কালবিলম্ব না করে 'কি এতো বড় দুঃসাহস আমারই রাজ্যে আমারই পুত্র হয়ে আমারই প্রজাদের উপর অত্যাচার। সিপাহী আমার বন্দুক আমার বন্দুক।' পাশে থাকা অলকা চৌধুরী বলে উঠলেন, 'রাজা মশাই একটি ছেলে বলে যেন গুলি করতে আপনার হাত না কেঁপে উঠে। আমি আপনাকে বলছি ওর বুক ঝাঁঝরা করে দিবেন যেন এই অত্যাচারী ধর্ষণকারীর নাম ইতিহাসের পাতাতে লেখা থাকে। এর আগে প্রজাদের হাতে আপনার বাবা মরেছে। এবার বাবার হাতে পুত্রের মৃত্যু।' বন্দুক হাতে নিয়ে মহা রাজা নিচে নামতেই ভদ্রানিত্য বাবার মুখোমুখি হলে বাবা ভদ্রাশ্বর পুত্রের বুকে বন্দুক চেপে ধরতে মহাপল্লবী বলে 'দাঁড়ান রাজা মশাই।' রাজপ্রাসাদের উঠানে হাজার হাজার প্রজাদের উপস্থিতি। সিপাহী আজম বাহাদুর ভদ্রানিত্যের সামনে এসে বলে, 'ছোট রাজা মশাইকে মারার আগে আমাকে মারুন।' যে সকল মেয়েদের ধরে এনেছিলো তারাও ভদ্রানিত্যের সামনে এসে

বলে, 'ছোট রাজা মশাইকে না মেরে আমাদেরকে মারুন।' 'না রাজা মশাই এদের কাউকেই মারতে হবে না। সবার আগে আমাকে শেষ করে দিন। কারণ এই রাজপ্রাসাদে আমি আপনার পুত্রের বৌ হয়ে কেন আগে এলাম না।' ভদ্রাশ্বর বলল, 'কি বলছো তুমি? কে তুমি কোথা হতে এসেছো?' অলকা আর গীতা এসে উপস্থিত। গীতা মহাপল্লবীর কাছে গিয়ে বলল, 'মহাপল্লবী তুমি'। 'হ্যাঁ দিদি আমি মহাপল্লবী, তোমাদের মাঝে আমার দেখা সাক্ষাত হতে বা এখানে আসতে দেরী হয়ে গেছে।' অলকা রানী বলল, 'ও কি বলছে?' গীতা বলল, 'হ্যাঁ মহাপল্লবী ঠিকই বলছে। ও রাজা শেখরের বোন আর শেখর চন্দ্র চৌধুরীর মেয়ে।' অলকা বলল, 'তাই তো বলি আজ সাটুরিয়া রাজ্যে এতো আলোর ঝলকানি কেন? আজ শান্তির হাওয়া প্রবাহিত।' অলকা রানী চৌধুরীকে ভদ্রানিত্য বলল, 'মা আমি সব বলবো আগে সবাইকে মুক্ত করে দাও।' কিন্তু সে অপেক্ষা না করে মহাপল্লবী সবার উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি ছোট রাজা মশাই-এর স্ত্রী আপনাদের বৌদিদিমণি। বাবা রাজা মশাইয়ের অনুমতি নিয়ে আজ হতে আপনাদের সুরক্ষার দায়িত্ব আমার। আমার পরিবারের কেউ যদি আপনাদের উপর আঙ্গুল তুলে বা অত্যাচার করে তার দাঁত ভাঙা জবাব আমি দিবো। আপনারা নিশ্চিন্তে আজ হতে দরজা খুলে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ঘুমাতে পারবেন। সে আশ্বাস আমি দিলাম।' ভদ্রানিত্য বাবা-মার কাছে হতে মাফ মুক্তি নিয়ে বলে, 'আমাদের বিয়ের আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত অতিথি আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে কবে এই রাজ প্রাসাদে আসছেন। প্রজারা সকলে বিদায় নিতে নিতে 'জয় হোক।' রাজা ভদ্রাশ্বরের জয় হোক রানীবৌদিমনি মহাপল্লবী মা তোমার ছেলে আমাকে রাত্রি হতে না খাইয়ে রেখেছেন। আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। রাজা ভদ্রাশ্বর বলল, 'ঐ তোরা কে কোথায় আছিস আমার রাজ্যের নতুন রানীমা এসেছে তোরা বাদ্য বাজা, খাবার আয়োজন কর।' আনন্দের রোল পড়ে গেলো। ইতোমধ্যে যে সকল তরুণীদের এনেছিলো তারা ভদ্রানিত্য আর মহাপল্লবী এবং পরিবারের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জয়ে জয়কার করতে করতে চলে গেলো। সাটুরিয়া রাজ্যে আনন্দ উৎসবের বন্যায় ভাসছে। চারপাশে হই হই রই রই মুহুর্মুহু শব্দ সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে গেলো। আজ ভোরের সূর্যটাও অন্য রকম আমেজে মহাপল্লবীর আগমনে তেজস্ক্রিয়তায় ক্ষিপ্ত তাপদহ কমিয়ে মৃদু রশ্মি স্পর্শে আনন্দিত করে তুলল। আসলে যার শেষ ভালো তার সব ভালো হয়। মহাপল্লবী

এই রাজ্যে এসে রাজা প্রজাদের আশা ভরসার আস্থার দিন আগের চেয়ে আরও ভালো হবে। যেন সুখের পর সুখ এসে প্রজাবর্গ সহ অন্য রকম রূপে আবির্ভূত হয়ে সকলের সেবায় নিয়োজিত থাকা সম্ভব হয়। তা যেন কোনো পক্ষপাতিত্ব না হয়ে ভালোবাসার আদলে রাজ্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাটুরিয়া রাজবাড়ির ভাবীপুত্র বধূ দেখে এবং 'সবার মুখে মুখে এতোদিন পরে এই রাজ্যে মা লক্ষ্মীর পদ চিহ্ন পড়েছে।' ছোট রাজা মশাই-এর যে এতো ভালো স্ত্রী জীবনে আসবে কেউ ভাবে নাই। কারণ ভদ্রানিত্যের চলাফেরা রাজবাড়ির সন্তান বলে মনে হচ্ছিলো না। দেখা যাক মা লক্ষ্মী মনতা স্ত্রী ফেলে আবার অসৎ পথে যায় কি না। রাজবাড়ির সকলেই ব্যস্ত। এক সাথে দুই দুইটি বিয়ে তাও একই সাথে একই লগনে আর শেষ হবে একই পার্বণে। সকল আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব রাজা বাদশা জমিদার উজির সেনাপতি মন্ত্রী প্রজা পাইক পিয়াদা সিপাহীদের কেউ বাদ গেলো না। প্রায় ১২/১৫ দিন ধরে অনুষ্ঠানের আয়োজন। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, রাজা বাদশা জমিদারদের থাকার ব্যবস্থা, তাও আবার রাজকীয় ভাবে একেকটা ঘর দুয়ার এমনভাবে সুসজ্জিত করেছে যেন প্রত্যেকটি বাসর ঘর। ইতোমধ্যে ভদ্রাশ্বরের বন্ধু বাদশা নাদির শাহ এবং ভদ্রানিত্য নন্দনের বন্ধু কমলাকান্ত তার পরিবার ও পিসিমা অর্থাৎ বড় মাসহ এসে পড়েছেন। আগামীকাল রাজা শেখর চৌধুরী শেখর চন্দ্র চৌধুরী ও তার ভাই হরেশচন্দ্র ও পরিবারসহ অনেককেই আশেপাশের ছোট বড় রাজা, বাদশা, জমিদার সকলেই উপঢৌকন হিসাবে প্রচুর পরিমাণ খাওয়া দাওয়া হতে শুরু করে সর্বপ্রকার সম্মানী উপহার পাঠিয়েছেন। তদ্রূপ অন্যদের আচার অনুষ্ঠান হলে রাজা ভদ্রাশ্বর সেই পরিমাণ উপঢৌকন পাঠাতেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হন। সেই ভদ্রাশ্বরের সাথে ভালো সম্পর্কের কারণে সকলে তাকে বিনয়ী চোখে মূল্যায়ন করে। বিয়ের অনুষ্ঠানটা করতে এমনভাবে বিভিন্ন রং সংমিশ্রণে শিল্পীর শৈল্পিক স্পর্শে কার্য সম্পাদন করেছে তা চোখ ধাঁধানোর মত। নিখুঁত যে সকল পাথর ব্যবহার করেছে তাতে রাত্রিতে পাথরের আলোতে অনেক দূর পর্যন্ত আলোয় আলোকিত হয়ে দেখা দিচ্ছে। আর দিনে সূর্যের আলোকরশ্মিতে সে পাথরগুলো খেলা করছে। এক কথায় মনে জুড়িয়ে

যায়। মনে হয় একদিনের বিয়ের জন্য যুগ যুগ ধরে এর নিদর্শন হয়ে সকলের মনের মাঝে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল।

হাজার হাজার লোকজনের সমাগম। সারা দিন রাত্রি ভর খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, চলছে আনন্দ। বিয়ের জন্য যত প্রকার বাদ্য বাজনা আছে ক্ষণে ক্ষণে তা বাজানো হচ্ছে। এর মধ্যে যাদের বিয়ে হচ্ছে তারা- যেমন মহাপল্লবী ভদ্রানিত্যনন্দন, গীতা, গীতার স্বামী রাজা শেখর চৌধুরী মিলে প্রত্যেকটি প্যান্ডেল, রাজা বাদশা, জমিদার, মন্ত্রী, উজির সেনাপতিদের থাকার ব্যবস্থাতে কোনো প্রকার ত্রুটি হচ্ছে কিনা তা ঘুরে ঘুরে নিজ চোখে পর্যবেক্ষণ করে কুশলাদী বিনিময় করে গেল। ওরা আসাতে সকলে মহা আনন্দিত। মাইকে একই কথা বলে গেলো যে কোনো অসুবিধা হলে পরিচালনা কমিটিকে জানালে তারা সকল প্রকার ব্যবস্থা নিবে এবং কথা মত তারা নিচ্ছেও।

পরিশেষের গণনানুযায়ী ঠিক সময়ে রাত্রি ১২.০২ মিনিটে বিয়ের যাবতীয় কার্যক্রম ভদ্রাশ্বর, অলকারানী, শেখর চন্দ্র চৌধুরী, নরেশ চন্দ্র চৌধুরী, নাদিরশাহ, কমলাকান্ত জমিদার, বড় মা (শশিকান্তর স্ত্রী) অশিনী কুমারী চৌধুরীসহ আরও ছোট বড় জমিদার রাজা বাদশাদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হলো। আজ হতে গীতারানী চৌধুরী ও রাজা শেখর চৌধুরী এবং মহাপল্লবী আর ভদ্রানিত্য নন্দন রাজা স্বামী স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। দেখতে দেখতে ১৫/১৬ দিন চোখের পলকে শেষ হয়ে গেলো এখন সকলে যাবার পালা এবং চলে যাচ্ছেও। এই ভাবে দিনের পর দিন আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে এখন রাজা শেখর চন্দ্র চৌধুরী পিসিমা (বড় মা) আশিনী কুমারী চৌধুরী কমলাকান্ত জমিদার, সাগরিকা, রজনীকান্ত, নরেশ চন্দ্র চৌধুরী ওরাও অনেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেলো। সাটুরিয়া রাজপ্রাসাদ এখন আবার জনশূন্যে পরিণত হলো। শুধু আছে রাজা, প্রহরী, পাইক, পিয়ারা, উজির, নাজির, সেনাপতি, মন্ত্রী পরিষদ। এর মধ্যে রাজা ভদ্রাশ্বর রাজসভার আহ্বান করলেন রাজ দরবারে। সিপাই আজম বাহাদুরসহ রাজসভার সকলে এবং পরিবারের সকলেই উপস্থিত হলেন। ভদ্রাশ্বর শুরুতেই জানালেন যে তার এখন বয়স হয়ে গেছে ইতোপূর্বে রাজকার্য পরিচালনার জন্য ভদ্রানিত্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু সে যে ভাবে রাজকার্য চালাতে হয় তা করেনি, ফলে অনেক অনেক সময় লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়েছে বেশি সে যাক। বর্তমানে

আপনাদের উপস্থিতিতে ঘোষণা দিতে চাই যে আজ হতে রাজ্যের সকল দায়িত্ব আমার বৌমা মহাপল্লবী চৌধুরীকে দেওয়া হলো এবং ভদ্রানিত্যনন্দন তার সাথে থেকে তাকে সহযোগিতা করবে। সেই সাথে আজম বাহাদুরকে প্রধান সিপাহী শালার পদমর্যাদায় উত্তীর্ণ করা হলো। আর তার সাথে আপনারা সকলেই তো রইলেন। উপস্থিত সকলে 'জয় হোক ছোট রানীমার জয় হোক রাজা ভদ্রাশ্বরের।' এর মধ্যে অলকারানী আর ভদ্রাশ্বরকে মহাপল্লবী প্রণাম জানালেন এবং মহাপল্লবী রাজাকে প্রণাম করে বলল, 'বাবা আমি কি পারবো?' আলকা রানী চৌধুরী বলল, 'তুমি না পারলে কে পারবে বল মা।' ভদ্রাশ্বর ভদ্রানিত্যের কাছে গিয়ে বলল, 'এ ব্যাপারে তোমার কি কোন আপত্তি আছে? ভদ্রনিত্য বলল, 'আমাদের রাজ্যের আমাদের মঙ্গলের জন্য করেছেন আপনি মনে কোনো দ্বিধা রাখবেন না পিতা। এমনিতে যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ধর্মকর্মের পথে চলতে চাইছি। আপনার সাথে আমারও বিশ্বাস আমি মহাপল্লবীর সাথে যে কয়েকদিন চলেছি কথা বলেছি তাতে ওর যথেষ্ট চৌকষতা আছে রাজ্য চালনার মতো বুঝেছি। এর মধ্যে আজম বাহাদুর বলল, 'হ্যাঁ রাজা মশাই। ছোট রানী বৌ দিদি মনি রণকৌশল, ঘোড়া, চালনা সকল সম্বন্ধে পারদর্শী।' 'তা হলে তো আরও ভালো হলো। কি বলেন আপনারা?' সকলে আবার জয় ধ্বনি দিতে লাগলো। ঠিক আছে আজকের মত সভার কাজ এখানে সমাপ্ত। এভাবে বেশ ভালো চলছিলো। মাঝে মধ্যে মহাপল্লবী ছোট রাজা ভদ্রানিত্য নন্দন, মহাপল্লবী, সহচারী এবং সিপাই আজম বাহাদুর রাতের অন্ধকারে একেকদিন একেক অঞ্চলে রাজ্যের প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য খুশি। এর মধ্যে পরপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেলো। জলদস্যুর দমন, অন্য রাজ্যের সহিত সীমানা বিরুদ্ধে দখলের মাধ্যমে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া। মহাপল্লবী ঘোড়াতে চড়ে এমনভাবে অস্ত্র চালনা করেন যে কোনো পুরুষ লোক বা বড় বড় সেনাপতিরাও পারবে কিনা জানা নেই। যাই হোক সব ক্ষেত্রে জয়ী হয়। তবে ভদ্রানিত্য এবং সিপাহী শালা আজম বাহাদুরও কম নয়। কারণ আজমের পূর্বপুরুষের রক্ত ওর শরীরে রয়েছে। মহাপল্লবী রাষ্ট্রের অনেকটা জায়গায় যুদ্ধ চালিয়ে দখল করে নিজের রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। যে সকল প্রজারা এতদিন অবহেলিত ছিলো তারা সাটুরিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মহাখুশি। এক সময় মহাপল্লবী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেলে রাজ্যের দায়ভার

ভদ্রানিত্যের হাতে কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দেয়। ভালোয় ভালোয় মহাপল্লবীর সন্তান দুনিয়াতে এলো। এক সাথে দুটি কন্যা সন্তান লাভ করেছে ওরা সকলেই সুস্থ আছে। রাজ্যে এই নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলো কতজনে কতকিছু উপঢৌকন নিয়ে এলো। অন্যদিকে নাদিরশাহ এবং বড় মা অসিনী কুমারী অর্থাৎ পিসিমা ও সাগরিকা কমলকান্তের কান পর্যন্ত পৌঁছালে তারা ছুটে আসে এবং সাথে এসে তাদের মনের কথা ভদ্রাশ্বর অলকা রানীর কাছে জানিয়ে গেলেন। যে বড় মেয়েকে কমলাকান্ত ও সাগরিকার পুত্র রজনীকান্তের সাথে বিয়ে দিতে। প্রস্তাবে রাজী এবং আর যদিও নাদির শাহ মুসলমান তবু পূর্বের আলাপ এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে তার নাতি মাহমুদ শাহ'র নিকট বিবাহ বন্ধনের ফয়সালা হয়ে রইলো। বাকী বিধাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর। এতে রাজ দরবারের কোন আপত্তি রইলো না। সেইভাবে দুটি মেয়ের দুটি নাম রাখা হলো। বড় মেয়ের নাম ভদ্রামহানন্দিতা আর ছোট মেয়ের নাম শাহ সুলতানা রাজিয়া। সকলেই তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে শেষে যার যার এলাকাতে চলে গেলেন এবং তাদেরকে রাজকীয় মর্যাদাতে বিদায় দেওয়া হল। অবশ্য নাম দুজনের রাখলেন নাদির শাহ ও বড়মা অশনি কুমারী চৌধুরী। মহাপল্লবীর মেয়েদের বয়স যখন বারো তখন একজন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেখতে দেখতে আঠারো উনিশের কোঠা পার হয়ে গেলে দুজনেই কলকাতাতে ভালো ভালো নামকরা বিদ্যাপীঠে পড়ালেখা করার ফাঁকে ফাঁকে রাজকীয় সকল প্রকার আচার আচরণ আদবকায়দাসহ তীর ধনুক রণকৌশল, ঘোড়া চালনা এবং অন্য ক্ষেত্রে পারদর্শী করে তুলতে শুরু করে মহাপল্লবীর মতো যাতে হাত দেওয়া হয় তাতে নিশ্চিত জয়। তবে এর মধ্যে ভদ্রাশ্বর, অলকা রানী, বড় মা অশনি কুমারী, নাদির শাহ গত হয়েছেন বলেই যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে না তা নয়। সাগরিকা, কমলাকান্ত, অন্য দিকে নাদিরশাহ এর পুত্র বীর বিক্রম শাহ পুত্র মোহাম্মদ শাহ এদেরকে মহাপল্লবী ও ভদ্রানিত্য নন্দন নিমন্ত্রণ জানালেন এবং পত্রে উল্লেখ করা হলো যেন তারা বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে সাটুরিয়াতে গমন করেন। কলকাতা হতে শাহ সুলতানা রাজিয়া ও ভদ্রানন্দিতাকে আনা হলো। শাহ সুলতানা রাজিয়াকে মুসলিম রীতি অনুসারে এবং ভদ্রানন্দিতাকে হিন্দু ধর্মীয় নিয়মে অন্যান্য পাঠদানকে ঠিক রেখে গড়ে তোলা হয় এবং ওরা দুজনেই জানে ওদের দুজনের দুই নিয়মে বিবাহ হবে। সেই মোতাবেক ওদের সাথে মাহমুদ শাহকে ও রজনীকান্তের

পরিচয় করিয়ে চলা ফেরার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিলো বিধায় এখন আর নতুন করে পরিচয় হওয়ার কোনা প্রয়োজন নেই বলে ওরা উভয়ে ওদের সাথে বিয়েতে রাজী আছে। তাছাড়া রাজিয়া বা ভদ্রা নন্দিতার এর বাইরে যাবার কোনো পথ খোলা নেই। হঠাৎ আজম বাহাদুর ও সহচরী রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত কারণ গত দুইবছর পূর্বে সহচরীকে নিয়ে কলকাতা গিয়েছিলো চিকিৎসার জন্য মহাপল্লবী আজম বাহাদুরকে পেয়ে মহা খুশি। তাদের সাথে ভদ্রনিত্যসহ বিস্তারিত আলাপ হয় এবং সকল দায়িত্ব আজমের উপর ন্যস্ত করে। এখন বর্তমানে সিপাই দায়িত্ব পালন করছে আজমের বড় পুত্র শের বাহাদুর বয়স সতেরো। আজমের দুই পুত্র। ছোটপুত্রের নাম নওশের বাহাদুর বয়স আট নয়। বছর। আজম বাহাদুরের মত বাহাদুর দক্ষতার সাথে সাটুরিয়া রাজবাড়ির সিপাহী শালা হিসাবে বাবার পর দেখাশোনা করে আসছে এযাবৎ তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আসে নাই।

আজ বসন্তের আবিরে ফুটেছে কৃষ্ণচূড়া, হাসনাহেনা, বেলী আরও কত কি যেন সারা সাটুরিয়া অঞ্চল ফুলে ফুলে একাকার তার মাঝে কোকিল শ্যামার কণ্ঠসূরে বিমোহিত। আজ সেই আগের আনুষ্ঠানিকতার নিয়মে রাজবাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান সেই ধুমধাম সেই উৎসব কিন্তু মাঝখানে কিছু কিছু মানুষ এই বিয়ের পার্বণে নেই। নেই ভদ্রাশ্বর, অলকারানী চৌধুরী, বড় মা অশিনী কুমারী চৌধুরী নাদির শাহ, আরও জমিদার, রাজা বাদশা নেই পাইক পেয়াদা মন্ত্রী, সেনাপতি প্রজা সিপাহী। তবু থেমে নেই মহাপল্লবী বা ভদ্রানিত্য নন্দনের মেয়েদের বিবাহ। একে একে সবাই এলো আবার বিবাহের পার্বণ সেরে সকলেই চলে গেলো শাহ সুলতানা রাজিয়া তার শ্বশুরালয় নাদির শাহ নাতি মাহমুদ শাহ এর রাজ প্রাসাদে এবং ভদ্রানন্দিতা গেলো কমলাকান্তের রজনীকান্তের জমিদারীর ছোট রানী হয়ে। সাটুরিয়াতে শুধু পড়ে রইলো মহাপল্লবী ভদ্রানিত্যনন্দন এবং তাদের আট বছরের পুত্র ভদ্রাশর্মা। এদের সাথে ভদ্রানিত্যের সারা জীবনের সহচর আজম বাহাদুর ও তার স্ত্রী সহচরী। একদিন পৃথিবীতে আমরা কেউ থাকবো না। না আমি না আপনারা শুধু পড়ে থাকবে স্মৃতি কিছু কথা। এখন কালের বিবর্তনে আরও আশি, নব্বই বছর পার হয়ে গেছে এখন শুধুই কিছু নিদর্শন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে ইট, পাথর, চুনের গাঁথুনির প্রাচীন দেয়াল।